‘বিম্বিসার-খারবেল’ ক্রমানুপঞ্জী
ও
হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের জৈন-ব্যাখ্যা

শ্রী প্রেমময় দাশগুপ্ত

পরিবেশক

ফার্ম, কে, এল্ মুখ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :
সাস্কৃতিক পত্রাকাশনী
গাঙ্গুলি বাগান গভঃ কোষাটার
বক —— ১০, ফ্লাট —— এস্ ৮
পো : বক্সা ১৬২২৬ কলিকাতা - ২৬

*

পরিবেশক:
ফার্মা, কে, এল্ মুখ্যোপাধ্যায়
৬।৯ এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন
কলিকাতা-১২

*

মুদ্রণ :
পরমার্থী প্রীণ্টিং ওয়ার্কস্
কটক - ১

*

প্রকাশ কাল
২রা নভেম্বর, ১৯৬৩
লেখক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষি

*

মূল্য —— পাঁচটাকা মাত্র

যাঁর কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব,
যিনি আমার এই গ্রন্থ প্রকাশে সবচেয়ে
খুশী হবেন—
সেই
শ্রদ্ধেয় শ্রী ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে।

লেখকের গবেষণা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে
কিছু পূর্ব্ব অভিমত

২৮ মনোহরপুকুর রোড়
কলিকাতা - ২৬
৬।৬।৫৮

মহাশয়,

* * * * * *

আপনার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার উৎসাহ বিশেষ প্রসংসাই । যে কয়েকটি ছোট প্রবন্ধ * আমায় পঠাইয়াছেন ঐ গুলি আমি পাঠ করিয়াছি । আশীকরি ঐগুলি যথাকেলে যুগন্তর বা অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । তবে সাধারণ পাঠকবর্গ আপনার গবেষণার উচ্চমূল্য দিতে সমর্থ হইবে কিনা বলিতে পারি না, কারণ উহারা গল্পাদি হালকা জিনিষই পাঠ করিয়া থাকে । আমি মনে করি আপণার গবেষণারাজি বিশেষজ্ঞ মহলে সমাদর পহিবে । ইতি ।

ভবদিয়
(স্বাঃ) শ্রী জীতেন্দ্রনাথ বন্ধাপাধ্যায়
(প্রাচীন ইতিহাস ওকৃষ্টিস বিষয়ক কারমাইকেল
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়)

* বর্ত্তমান গ্রন্থেরই অংশ বিশেষ তিনটি প্রবন্ধ আকারে পাঠান হয়োছিল । এই প্রবন্ধ তিনটি —

(১) 'খারবেল-লিপি, জৈনৃস্মৃতি ও পুরাণ তথ্য'

(২) "জৈনস্মৃতি' এবং বৌদ্ধস্মৃতি ও পুরাণ তথ্য"

(৩) 'বোদ্ধস্মৃতি, জৈনস্মৃতি ও পুরাণ তথ্য'

108 Raja Basanta Roy Road
Calcutta
14 may 1958

প্রীতিভাজনেষু,

উত্তর দিতে দেবী হল অপরাধ ক্ষমা হরবেন । খারবেল প্রবন্ধটি ছোট হলেও মূল্যবান : জৈনস্মৃতি ও হিন্দু পুরাণের সাথে জৈনরাজ খারবেল-লিপিরকাল সাম্য উদ্ধার করে ঐতিহাসিকদের ভাবিয়েছন ।.....

'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় — ১ম খণ্ডি, পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা' * পাঠ করে এবং আপনার প্রগাট পণ্ডত্য দেখে গভীর আনন্দ পোলাম । প্রার্থনা করি — সুস্থ শরীরে গবেষণা কর সার্থাক হোন্ । Pargitar থেকে Pousalkar অবধিবহু পণ্ডিত পুরাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে এসেছেন । আপণিও বহু স্থানে নূতন আলোকপাত করেছেন এবং আপনার গ্রন্থটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক সন্ধানীদের নূতন নির্দ্দেশ দেবে এ আশা রাখি ।

.....

। ইতি ।

শুভার্থী

(স্বাঃ) শ্রী কালিদাস নাগ

* এখানি লেককের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ ।

108 Raja Basanta Roy Road
68/4 D Parna Das Road
Calcutta - 29
Sept. 16, 1959

শদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রবন্ধ তিনটি যথাসময়ে আমার হাতে এসোছিল । গ্রন্থখানিও যথা সময়ো পেয়োচিলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।

আপনার গবেষণা নিশ্চয়ই মূল্যবান তবে এ সম্বন্ধে মতামত দেবার মত অধিকার আমার নেই । প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সব রচনাই আমি পড়ে থাকি; আপনার রচনাগুলিও পড়োছি এবং ুপকৃত হয়োছি ।

এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদ অর্জজন করেছেন ।

বিনয় নমস্কারান্ত,

। ইতি ।

ভবদীয়

(স্বাঃ) নীহার রঞ্জন রায়

মুখবন্ধ

হিন্দু পারাণ-স্মৃতি, বৌদ্ধ-স্মৃতি এবং কলিঙ্গরাজ মহামেঘবাহন খারবেলর হাতিগুম্স্কা সিলালিপি —— এই চার মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে প্রথম তিন মধ্যে যে পারস্পরিক সাম্য বর্ত্তমান, এবং এই সাম্যকে অনুসরণ করে 'বিম্বিসার-খারবেল' ও বিশেষ ভাবে 'মহাপদ্ম নন্দ-অশোক' কালের প্রকৃত ক্রমপঞ্জী—— এই-ই এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য ।

পৌরাণিক ক্রমপঞ্জী সম্বর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনা এই গ্রন্থ মধ্যে করাহয়নি । কারণ, সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে অপর একখানি গ্রন্থে পূর্ব্বেই তা উপস্থাপিত করা হয়েছে । *১ এ ছাড়া, নূতন বাবে লিখিত হয়ে, নানা নূতন তথ্য সমৃদ্ধ ভাবে উহার একখানি সংস্করণ অল্পকাল মধ্যে একাদিক খণ্ডে প্রকাশ চেষ্টা চলছে । ঐ নূতন সংস্করণ খানি পৌরাণিক পঞ্জী সম্বর্কে যাবতীয় জীজ্ঞাসা সু ষ্ঠু ভাবে পূরণ করতে সমর্থ হবে বলে আশা রাখি ।

*১ এ সম্বর্কে এই গ্রন্তের পুরাণ-স্মৃতি অধ্যায় (পৃঃ৪৮), দেখুন ।

(খ)

পৌরাণিক পঞ্জী দিয়োই আমার সৌখীন গবেষক জীবন্ন সুরু । পৌরাণিক যুগবাদের ধাঁধাই এদিকে আমায় আকৃষ্ট করে তোলে । আর এই ধাঁধার সমাধানের মধ্য দিয়েছে । এ ব্যাপারে বৌদ্ধ-স্মৃতি, জৈনস্মৃতি কিংবা হাতিগুম্স্কা লিপি আমায় কোনরূপ সাহায্য করেনি । সাহায্য করেছি যুগ-ভিত্তিক পুরাণ সংকলনের সমসায়িক কালে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (খৃঃ পূঃ ৩১৮-২৯৪) রাজ ভসায় আগত গ্রীক দূত মেগাস্থেনীসের 'ভারত-বিবরণ' *২আর সমাধানের যথর্থ্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত ভাবে নিঃসান্দিহান করেছে আমায় বৌদিক সাহিত্য, বৌদিক সাহিত্য ও উহা মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যাসম্প্রদায়ের গুরুশিষ্য পরম্করা তালিকা, দক্ষিণ ভারতে সহস্র বর্ষাত্মক চক্র সংবৎ রূপে প্রচলিত পরশুরাম সংবৎ এবং সেই মাথে পুনরায় 'ভারত-বিবরণ' ।

মূল পৌরাণিক পঞ্জী হইতে 'মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-চন্দ্রগুপ্ত' কাল পাওয়াঁ যায় ৯-৬ বত্সর । আর ইর্য্যঙ্ক

*২ মেগাস্থেনীস রচিত মূল গ্রন্থকানি বর্ত্তমানে লুপ্ত । ভায়োড়োরস্, আবিয়ান, প্লীনি, সলিনাম প্রমুখ লেখকগণ ঐ গ্রন্থ থেকে যেই সব উদ্ধ তি তাদের গ্রন্থ মধ্যে করে দিয়েছেন বর্তমানে ঐ গ্রন্থের আংশিক পরিচয় বহন করে ।

(গ)

—— শৈশুনাগ বংশ ধারার শেষ অধিপতির পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মহাপদ্ম নন্দের মগধ রাজ্য শাসন কাল সহ নন্দবংশকাল ২ + ৮৬ = ৮৮ বৎসর । *৩ আবার ভারতীয় পণ্ডিতগণ যেই অব্দের সাহায্যে মেগাস্থেনীসের নিকট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন কাল প্রকাশ করেছন ৬০৪৩ সংবৎ *৪, সেই একই অব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী কালে পুরাণ মধ্যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কাল নির্ব্বিষ্ট করা হয়েছে তদপেক্ষা ৮৬ বৎসর পূর্ব্ব বিন্দুতে এবং উজজয়িনির চষটান বংশীয় মুরুণ্ড ক্ষত্রপগণের *৫ বনাশ কাল চিহ্নিতক করা হয়েছে ৭০৭ বৎসর পরবিন্দু রূপে ।

*৩ বর্ত্তমানে মৎস পুরাণ মধ্যে এই ৮৮ বৎসরকেই চিত্রিত দেখা যায় একমাত্র মহাপদ্ম নন্দের রজিত্ব কাল রুপে । বায়ু পুরাণ মধ্যে উপস্থিত ২৮ বা 'অষ্টাবিংশ' বৎসর এই ৮৮ বা 'অষ্টাশীতে' বৎসরেরই লিপি প্রমাদ মাত্র ।

*৪ যেই অব্দটির সাহায্যে এ তথ্য দান করা হয়েছে ুহার প্রকৃত সূচনা বিন্দু প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রগুপ্ত ৬৪২ অংবৎসর । এ সম্বর্কে আপাততঃ এই গ্রন্থের ৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা দেখন ।

*৫ 'মুরুণ্ড' এই শক শব্দটি ইংরাজী 'Lord' এবং সংস্কৃত 'স্বামীন' শব্দের ন্যায় সম অর্থ সম্পন্ন । চষ্টান বংশীয়গণ তাদের নামের পূর্ব্বে 'স্বামী' বিশেষণ ব্যাবহারে অভ্যস্ত ছিলেন বলে দেখা যায় । এ ছাড়া পুরাণ মধ্যে মুরুণ্ডগণের যই অবসান কাল নির্ব্বিষ্ট ইয়েছে উহার সাথে এই ক্ষত্রপ বংশের উচ্ছেদ তারিখের সাম্য থেকে প্রকাশ পায় যে পুরাণ মধ্যে এই ক্ষত্রপ বংশকেই 'মুরুণ্ডি' রূপে আবিহিত করা হয়েছে ।

(ঘ)

মুদ্রা থেকে এই ক্ষত্রপগণের শেষ অস্তিত্ব নিদর্শন পাওয়া যায় ৩১০ শকাব্দ = ৩৮-৭-

৮৮ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং ঐ তারিখে বা তাহার নিকটবর্ত্তি কোন তারিখেই গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাৎ এদের উচ্ছেদ ঘটোছিল বলে অনুমিত হয় । অতএব ঐ উচ্ছেদ কাল থেকে ৭০৭ বৎসর পূর্বকাল রূপেচন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ পাই খৃঃপূঃ ৩২০-১৯ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী সময় এবং মহাবদ্ম নন্দের অভিষেক কাল খৃঃপূঃ ৪০৬-০৫ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী সময় । *৬ এইভাবে পুরাণ এবং 'ভারত' বিবরণ তথ্যই আমায় পথ দেখিয়েছে যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেখ থেকে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের ঐতিহাসিক কাল দুরত্ব সস্কবতঃ যথাক্রমে ৮৬ বৎসর ও (৮৬ + ৮৯=) ১৩৫ বৎসর । আর ইহা কতদূর সঠিক সেই জীজ্ঞাসার পূর্ণ উত্তর

*৬ পুরাণ মধ্যে চষ্টানবংশীয় ক্ষত্রপগণকে যে মুরুণ্ড রূপে উল্লখে করা হয়েছে এবং পুরাণ ধৃত মুরুণ্ডগণের অবসান কাল অনুসারে ভারত-বিবরণ মধ্যে উপস্থিত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ ৬০৪২ সংবৎ বা দ্বীতীয় সমপ্তির্ষি অব্দের ৬৪২ সংবৎ য়ে খৃঃপূঃ ৩২০-১৯ অব্দ বা উহার নিকট পরবর্ত্তী কাল এই তথ্যটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই গ্রন্থ চরনার পর । সুতরাং মূল গ্রন্থে এই তথ্যটি স্ববাবতঃই অনুপস্থিত । মূল গ্রন্থে এবং বিশেষ ভাবে 'তারিখ পঞ্জী' অধ্যায়ে মনোনিবেশের বেলা পাঠকগণকে এই কাল তথ্যটির প্রতি মচেতন খাকতে অনুরাধ জানাই ।

(৬)

লাভের জন্যই ক্রমে আমি বৌদ্ধ ওজৈনস্মৃতি এবং হাতিগুম্স্কা লিপি তথ্যের প্রতি মনযেগী হই । পুরাণ ও 'ভারত-বিবরণ' আমায় বিপথ চালিত করেছে এরূপ মনে করবার মত কোন তথ্য এই তিন মধ্যে আমি পাই নি । বরঞ্চ সব কিছু বিচার বিবেচনা থেকে এই প্রত্যয়ই ঘটেছে যে উল্লিখিত দুই কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ঠিক্ ঐ রূপই । অবশ্য এ সস্কর্কে চূড়ান্ত বিচারের ভাগ আমার হাতে নয়, — ভবিষ্যতের হাতে ।

পোরাণিক পঞ্জীর সাতে হাতিগুম্স্কা লিপির সঙ্গতি যে একমাত্র 'নন্দরাজা-রাজা মৌর্য্য কাল' বা 'মহাপদ্ম-অশোক' অভিষেক দূরত্ব ক্ষেত্রেই দেখা যায় — তা নয় । আরও দুইটি ক্ষেত্রে ঐরূপ লক্ষিত হয় । মূল পৌরাণিক যুগবাদে পর্যায় কালকেই সর্ব্বনিম্ন মানের যুগ রূপে ধরা হয়েছে । এই পর্যায় যুগকে বর্ত্তমান পুরাণগুলি মধ্যে শুধু মাত্র 'যুগ' রূপেই উল্লিখিত দেখতে পাই । উহা মধ্যে উপস্থিত 'ত্রয়োদশ যুগ',

'উনবিংশযুগ', 'অষ্টাবিংশযুগ'-এই জাতীয় নির্দ্দেশগুলির প্রকৃত অর্থ হল — 'মহাযুগচক্রের' আরম্ভ বা কল্পবিন্দু থেকে 'ত্রয়োদশ পর্যায়ে', 'উনবিংশ পর্যায়ে', 'অষ্টাবিংশ পর্যায়ে' ইত্যাদি । হাতিগুম্ফা লিপি মধ্যেও আমরা এই 'যুগ' বা পর্যায় যুগের ব্যবহার দেখতে পাই । সেখানে এই যুগকে 'পুরুষ যুগ'

(চ)

রূপে অভিহিত করা হয়ছে । খারবেল তদীয় বংশধারার তৃতীয় পর্যায় ভুক্ত নরপতি রূপে সংহাসনাভিষিক্ত হয়োছিলেন এই তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে — '.........ততিয়ে কলিঙ্গ রাজবংসে পুরিস যুগে মহারাজা ভিসেচনয় পাপুনাতি ।' আবার ৩০ 'যুগ' বা পুরুষ যুগ = দশ নক্ষত্র যুগ = এক মহাযুগ পরিমাণ কাল = ১০০০ বৎসর — এইরূপ হিসাব ভিত্তিতে মূল পঞ্জী মধ্যে ভারত যুদ্ধ থেকে মহাপদ্ম নন্দের আভষেক দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয় প্রথম কলিযুগের সূচনা থেকে দ্বিতীয় কলিযুগের সূচনা পর্য্যন্ত মোট ২০০০ বৎসর । সুতরাং যুগ ভিত্তিক মূল পৌরাণিক পঞ্জী অনুসারে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী ৩০০ সংবৎসর ভারত যুদ্ধোত্তর ১৩০০ সংবৎসরের সমান । এ ক্ষেত্রে, ডঃ জয়সায়ালস ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মিলিত ভাবে প্রদত্ত এই লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে খারবেল তার পঞ্চম বর্ষে নন্দরাজা কর্ত্তৃক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উদঘাটিত (তিনশত বর্ষ পূর্ব্বকালীন নন্দরাজা কর্ত্তৃক উদঘাটিত ?) জল প্রণালী সংস্কার করে অনসুলিয়র পথ দিয়ে নগর পর্য্যন্ত আনিছিলেন, আর একাদশ বর্ষে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বকালীন ও ভারত যুদ্ধে যেগদানকারী কেতুভদ্রের তিক্তকাষ্ঠ নির্মিত মূর্ত্তি রথযাত্রায় বের কবেছিলেন ।

(ছ)

অবশ্য ১৬৫ রাজা মোর্য্য কাল এর ন্যায় এই কাল তথ্যটির উল্লেখ অস্তিত্বও ঐতিহাসীকগণ স্বীকার করেন না ।

আবার লিপি মধ্যে খারবেলের দ্বিতীয় বর্ষের বিবরণ প্রসঙ্গে সাতবাহন বংশীয় পশ্চিম 'দেশাধিপতি' সাতকর্ণির উল্লেখ দেখা যায় । বিবরণ থেকে জানা যায় যে খারবেল ঐ বর্ষে সাতকর্ণির বিরুদ্ধে অথবা সহায়তা দান উদ্দেশ্যে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহীনী পাঠিয়েছিলে । সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দ এবং অশাকের রাজ্যলাভ তথা রাজ্যাভিষেক কাল খৃঃপূঃ ২৬২ অব্দ রূপে

গ্রহণ করে যদি আমরা শিলালিপি খানির উৎকীর্ণ কাল নন্দরাজা বা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক থেকে ৩০০ সংবৎসর এবং রাজা মৌর্য্য কাল বা সম্রাট অশোকের অভিষেক খেকে ১৬৫ সংবৎসর রূপে খৃঃ পূঃ ১০৫ অব্দ ধরি এবং এই ভাবে খারবেলের সিংহাসনারাহণ কাল খৃঃ পূঃ ১১৮ অব্দ রূপে বিহ্নিত করি তবে উহার সহিত সাতবাহন কালপঞ্জীর বিরাধ দেখা দেয় কি না ? এক কথার এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে —— 'না' । কারণ, পূরাণ মধ্যে আমরা দেখতে পাই——

(জ)

(১) অন্ধ্রাণাং সংস্থিতা পঞ্চ তেয়াং বংশাঃ ময়াঃ পুনঃ ।
সপ্তৈব তু ভবিষ্যন্ত দশাভিরান্ততো নৃপাঃ ॥ ১৫৬

(বায়ু-৬৬ অধ্যায়)

'অন্ধ্রদিগের *৭ প্রতিষ্ঠা থেকে পাঁচজন (নরপতির) পর তাহাদের বংশধারায় পুনরায় আরও সাতজন রাজত্ব করিবে । ইহার পর দশজন আভীর নৃপতি হইবে'

(২) অন্ধ্রাণাং সঃস্থিতা রাজ্যে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে নৃপাঃ ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবষ্যন্তি দশাভিরাস্তথা নৃপাঃ ॥১৭

(মৎস-২৭৩ অধ্যায়)

'অন্ধ্রদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে তাহাদের ভৃত্যবংশীয়গণ রাজা হইবে । (এই ভত্য বংশীয়) সাতজন অন্ধ্র নৃপতির পর দশজন আভীর নৃপতি হইবে ॥'

(৩) "অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বসুধাঃ শতে দ্বে চ শতঞ্চ বৈ ।"

(বায়ু-৬৬ অধ্যায়)

'অন্ধ্রগণ ৩০০ বৎসর কাল বসুধা ভোগ করিবে ।'

(৪) সপ্তর্ষযো মধায়ুক্তাঃ কালে পরীক্ষিতে শতম্
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম ॥ ৪২৩

(বায়ু —— ৬৬ অধ্যায়)

*৭ পুরাণ মধ্যে সাতবাহন দিগকে অন্ধ্র দেশীয় রূপে উল্লেখ করা হয়েছে ।

(ঝ)

'আমার মতে সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিগণ পরিক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং অন্ধ্রদিগের অবসান সময়ে চতুর্ব্বিশ নক্ষত্রে থাকিবে ।'

(৫) একোনিবিংশতি হ্নেতে আন্ধ্রা ভ্যোক্ষন্তি বৈ মহীম্
দ্বাদসাদিকম এতেষাং রাজ্যম্ শত চতুষ্টয়ম । *৮

(মৎস ২৭৩ অধ্যায়)

এই উনিশ জন অন্ধ্র নৃপতি পৃথিবী ভোগ করিবে । ইহাদের রাজত্ব কাল ৮১২ বৎসর ।'

এই পুরাণোক্তিগুলি *৯ আমাদের জানিয়ে দেয় যে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি প্রতিষ্ঠিত *১০ অন্ধ্রভৃত্য বংশীয় সাতবাহন রাজসংখ্যা সহ 'প্রধান' সাতবাহন ধারার রাজসংখ্যা ও রাজত্ব কাল যদিও যথাক্রমে ১৯ জন ও ৪১২ বত্সর, কিন্তু শিমূক প্রথিষ্ঠিত 'মূল' সাতবাহান বংশের রাজসংখ্যা ১ম উদ্ধৃতি মধ্যে সূচিত সংখ্যা অনুরূপ মাত্র ১২ জন এবং রাজত্ব কাল তয় উদ্ধৃতি অনুরূপ পূর্ণ

*৮ Dynasties of the kali age - by Pargiter দেখুন ।

*৯ সাতবাহন বংশ সম্বর্কিত পুরাণ তথ্যাদির বিশদ আলোচনা পুরাণ সম্বর্কিত গ্রন্থ থানিতে বিশদ ভাবে করা হইবে ।

*১০ লক্ষ করবার বিষয় যে গৌতমী পুত্র ও তৎপরবর্ত্তিগণের নামের সহিত মাতৃ-পরিচয় যুক্ত দেখা গেলেও, পুর্ব্ববর্ত্তী সাতবাহন রাজাগণের ক্ষেত্রে ঐরূপ দেখা যায় না । এই বিশেষত্বটিত্ত সূচিত করে যে গৌতমী পূত্র ও তৎপরবর্ত্তীগণ মূল সাতবাহন বংশীয় ছিলেন না ।

(ঞ)

বা স্থূল ভাবে ৩০০ বৎসর ও এই কাল খৃঃ পূঃ ২১৮ থেকে ৮২ খষ্টাব্দ *১১ মধ্যে সীমিত । আরও জানিয়ে দেয় যে 'মূল' বংশধারার ১২ জন রাজা মধ্যে ধষ্ঠ জনই হলেন কাণ্ব ও অবশিষ্ট সুঙ্গ শক্তির

*১১ (ক) বায়ু ও মৎস পুরাণ মধ্যে উপস্থিত মূল পঞ্জীর কল্পবিন্দু চন্দ্রগুপ্ত পুর্ব্ব ২০০০ সৎবৎসর = ২৩১৮ খৃঃ পূঃ এবং এই কারণে চতুব্বিংশ যুগের সমাপ্তি কাল ৮২ খৃষ্টাব্দ ।

(খ) যদি আমরা মূল সাতবাহম বংশের অবসান কাল আঃ ৮২ খৃষ্টাব্দ রূপে গ্রহণ করি এবং অন্ধ্রভৃত্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে গৌতমী পুত্র সাতকার্ণিকে এই বিন্দুতে স্থাপনা করি তবে অন্যুন ২৪ বৎসর রাজত্ব হেতু তার রাজত্ব কাল পাই — আঃ ৮২ — ১০৬ খৃষাব্দ এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাসিষ্ঠী পুত্র পুলোমায়ী উজজয়িনীর মুরুণ্ড শক) ক্ষত্রে Ptolemy-ও তার গ্রন্থ মধ্যে পুলোমায়ীকে চষ্টানির সমসাময়িক রূপে উল্লেখ করেছেন ।

*১২ ১ম উদ্ধৃতি মধ্যে ১২ জন অধিপতির বিবরণ যরূপ তাৎপর্য্যাকর ভাবে প্রথম পাঁচ ও পরবরর্ত্তী অপর সাত — এইরূপ দুই ধারায় বিভক্ত কারে উল্লেখ করা হয়েছে উহা এই প্রসঙ্গে বিশেয় ভাবেলক্ষণীয়

উচ্ছেদকারী *১২ এবং এই উচ্ছেদ কাল খৃঃ পূঃ ৬৯ অব্দ *১৩ । পৌরাণিক পঞ্জী থেকে ষষ্ঠ অধিপতি রূপে পাই আমরা দ্বিতীয় সাতকর্ণিকে । তাঁর রাজত্ব কাল পাই ৫৬ বৎসর । আর প্রথম ছয় জনের রাজত্ব কাল ১৫১ বৎসর । অতএব দেখা যায় যে প্রথম ছয় জনের রাজত্ব কাল স্থূল ভাবে খৃঃ পূঃ ১২৮ থেকে ৬৭ অব্দ এবং দ্বিতীয় সাতকর্ণির রাজত্ব কাল আঃ খৃঃ পূঃ ১২৩ —— ৬৭ অব্দ । অপর দিকে, গৃহীত হিসাব থেকে খারবেলের সংহাসনারোহণ কাল স্থির খৃঃ পূঃ ১১৮ অব্দ এবং সাতকর্ণির উস্কেশ্যে সৈন্য প্রেরণ কাল খৃঃ পূঃ ১১৭ অব্দ । সুতরাং খারবেলের সময় কাল ঐরূপ গ্রহণ করলে সাতবাহন কালপঞ্জীর সাথে তাঁর কোন বিরাধ দেখা দেয় এরূপ বলা চলে না ।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি । নন্দরাজা বা মহাপদ্ম নন্দের অবিষেক বর্ষ থেকে ধারাবাহিক

*১৩অর্থাৎ সুঙ্গ বংশের ১১২ বৎসর রাজত্ব কাল এবং কাণ্ব বংশের ৪৫ বৎসর রাজত্ব কাল একই সময়ে শেষ হয়েছিল । আর এ ক্ষেত্রে কাণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বসুমিত্রের রাজত্ব কাল স্থায়ী হয়োছিল । খৃঃ পূঃ ১১৪ অব্দ থেকে খৃঃ পূঃ ১০৫ অব্দ পর্যান্ত মোট নয় বৎসর এবং এই কারণে তিনি ছিলেন খারবেলের সমকালীন । সুতরাং বিচার্য্য যে তাঁর লিপি মধ্যে দ্বাদশ বর্ষের বিবরণ প্রসঙ্গে যেই মগধ রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এংব 'বহপতি মিত' রূপে পঠিত হয়েছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এই বসুমিত্র (বসুপতি মিত্র ?) কি না ?

ভাবে গণিত হয়ে আসা এক প্রচলিত অব্দের ব্যবহার হাতিগুম্স্কা লিপি মধ্যে ঘটেছে এইরূপ কোন সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হয়ে এই গ্রনগ্রন্থ মধ্যে 'নন্দরাজ তি-বস-সত' এই কাল তথ্যটিকে '৩০০ নন্দরাজ কাল' রূপে উল্লে করা হয় নি । ঐ উক্তি দ্বারা নন্দরাজাকে যখানে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বকালীন রূপে সূচিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে শিলালিপি খানির উৎকীর্ণ কাল মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী ঠিক ৩০০ সংবৎসর এই তাৎপর্য্যটুকু লক্ষ্য করে এবং আলোচনা এই বিষয়টিকে সহজ ভাবে তুলে ধরবার জন্যই এরূপে উল্লেখ করা হয়েছে । যদি ঐরূপ উল্লেখ দৈষাবহ মনে করেন তবে ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটলো সংশোধন করে নেব ।

এই প্রসঙ্গে আরত্ত জানাই যে লিপি মধ্যে ১৬৫ রাজা মৌর্য্যকাল এর উল্লেখও যে কোন সুপ্রচলিত অব্দের অনুসরণ থেকে ঘটোছে এরূপ কোন দৃঢ় অভিমতত্ত আমি পোষণ করি না । অর্থাৎ এই উল্লেখ মধ্যে 'কাল' শব্দটি কোন প্রচলিত অব্দের স্মৃতি বা তাৎপর্য্যবহন করে এমন নাও হতে পারে । কলিঙ্গ বিজয় যুদ্ধ ও তাঁর পরবর্ত্তী পটনাবলীর জন্য অশোক যে কলিঙ্গবাসীগণের নিকট নন্দরাজা অপেক্ষা পরিচিত ছিলেন এ

(ড)

বিষয়ে সন্দেহ নেই । সুতরাং, হয়ত এই কারণিই খারবেল নিজের সময় কাল সম্বর্কে । অধিক সুষ্ঠু ধারণা দেনের জন্য অশাক থেকে কাল নির্ব্বেশ দানে অনুপ্রাণিত হয়েছেন । আবার কলিঙ্গ যুদ্ধের অবিস্মরণীয় নৃশংসতার মধ্য দিয়ে অশোকই প্রথম করিঙ্গ রাজ্যকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন । সুতরাং কলিঙ্গবাসীগণের নিকট তিনিই প্রথম মৌর্য্য রাজা এবং তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্য শাসন করই মৌর্য্যকাল । আর হয়ত এই কারণেই তিনি কলিঙ্গবাসীগণের স্মৃতি মধ্যে রাজা মৌর্য্য রূপে বিভাজীত ছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তী কাল মৌর্য্যকাল রূপে । এবং এই স্মৃতির অনুসরণ থেকেই হয়ত খারবেল অশোক থেকে গণিত কালকে পুনরায় 'রাজা মৌর্য্যকাল' কিংবা 'মৌর্য্যকাল' রূপে অভিহিত করেছেন ।

খারবেল যে যথেষ্ট কালতথ্য সচেতন ছিলেন, উহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উপলস্কি করাছিলেন নন্দরাজার কালাল্লেখ মধ্যেই সে কতা প্রখাশমান । সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের একান্ত অনুরাগী ও অনুগামী হব তথাগত বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ প্রচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও, অসংখ্য লিপি মাধ্যেমে বুদ্ধদেবের নিতি ও আদর্শ প্রচার করা সত্ত্বেও, বুদ্ধদেবের স্মৃতি সিক্ত স্থান

(ঢ)

মসূহে স্তস্কাদি নির্মাণ স্মারকরিপি উৎকীর্ণ করা সত্ত্বেও, কোথাও তাঁর সময়কালের উল্লেখ প্রয়োজন অনুভব করেন নি । কিন্তু খারবেল নন্দরাজা কর্ত্তৃক একদা উদঘাটিত একটি জল প্রণালী সংস্কার করে নগর পর্য্যন্ত আনিয়েছিলেন —— এই সাধারণ প্রসঙ্গে নন্তরাজার উল্লেক খটাতে গিয়েও তাঁর কালিনির্ব্বেশ দানে কার্পণ্য করেন নি । যদি

একাদশ বর্ষের বিবরণএ ১৩০০ বৎসরের উল্লেখ আছে বলে আমরা স্বীকার করে নিই — তবে সেখানেও কালতথ্য প্রদানের প্রতি খারবেলর অনুরাগের পরিচয় আমরা পুনর্ব্বার পেয়ে থাকি । এক্ষেত্রে কলিঙ্গ তথা ভারতের স্মৃতি পটে চির উজস্কল সম্রাট অশোক থেকে গণিত কোন কাল তথ্যের উল্লেখ যদি তাঁর লিপি মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসাঙ্গিক ভাবেও ঘটে থাকে তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না । বিশেষতঃ যখন দেখতে পাই যে পারাণ, বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি — এই তিন অনুসারেই উহা সস্কূর্ণ কালতথ্য সম্মত ।

আমার বক্তব্য এইখানেই সাঙ্গ করি ।

২২শে অক্টোবর ১৯৬৩ বিনীত —

লেখক

'বিম্বিসার-খারবেল' ক্রমাণুপঞ্জী
ও
হাতিগুম্স্কা শিলালিপি-তথ্যের জৈন-ব্যাখ্যা'

॥ সূচনা ॥

'বিম্বিসার-অশোক' কালের ক্রমানুপঞ্জী সম্বর্কে আপন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে হিন্দু পুরাণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি মন্থন করে শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময় ও বেদনায় গভিরভাবে অভূভিত হতে হয়েছে আমায় । সিংহলীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থ 'মহাবংশ' *১ ও 'দীপবংশ' এ *২ এই কালের যে ক্রমানুপঞ্জী পাওয়া যায় তাকে ঐতিহাসিকগণ নির্ভরযোগ্য বলে ধারনায় এলেন কি ভাবে ! কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘ-বাহন খারবেনের 'হাতিগুম্স্কা শিলালিপি' মধ্যে '৩০০ নন্দরাজ কাল'-এর উল্লেখ করা হয়ে খাকলেও ১৬৫ মৌর্য্যকাল-এর কোনরূপ উল্লেখ করা হয়নি এমন অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত-ইবা তাঁরা গ্রহণ ও সমর্থন করলেন কি ভাবে ।

*১ দেখুন ঃ Maha vamsa — Ed. by Geiger
*২ দিখুন ঃ Dipa vamsa — Ed. by Oldenberg

১ম অধ্যায়ঃ বৌদ্ধ স্মৃতি

১—'বিম্বিসার মহাপদ্ম' ক্রমাণুপঞ্জী

আমি একথা বলিছি না যে সিংহলায় গ্রন্থ দুইখানিতে যেই ক্রমাণুপঞ্জী আছে তাঁর সম্পূর্ণ অংশই মিথ্যা । সেখানে ইর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের বা 'বিম্বসার-মহাবদ্ম' অধ্যায়ের যে বিস্তৃত পঞ্জী রয়েছে কযেকটি সাধারণ বিষয় ছেড়ে দিলে তাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলেই গ্রহণ করা যেত পারে । হিন্দু পুরাণ *৩ বিশ্লেষণ চেষ্টা থেকে এই কালের যে ক্রমাণুপঞ্জী পাওয়া যায় তাঁর সাথে ইহার বিরাধ মুখ্যতঃ মাত্র একটি ক্ষেত্রেই । এই বিরোধ হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অষ্টম অধিপতি কালাশোক বা কাকবর্ণের রাজত্বাবসান এবং নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক মধ্যবর্ত্তী ২২ বৎসর কালের

বিবরণ নিয়ে । সিংহলীয় গ্রন্থে এই কাল উল্লেখ করা হয়েছে কালাশোক বা কাকবর্ণের দশজন পুত্রের সম্মিলিত রাজত্ব কাল রূপে এবং এই পুত্রগণের মধ্যে নবম জন বলা হয়েছে নন্দিবর্দ্ধন কে । অপর পক্ষে, পুরাণ থেকে পাওয়া

*৩ এই আলোচনা ধারায় পৌরাণিক ক্রমানুপঞ্জী বিষয়ে সমুদয় তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে লেখকের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'ভারত ইতিহাসের প্রচীন অধ্যায় - প্রথম খণ্ডি, পুরাণ, তথ্য পর্যালোচনা' থেকে । এই প্রসঙ্গে এই আলোচনাধরার 'পুরাণ স্মৃতি' অধ্যায় ও যমুখবন্ধ লক্ষ করুন ।

যায় একমাত্র নন্দিবর্দ্ধনের নাম । তিনি রাজত্ব করেছিলেন ২০ বৎসর । অবশিষ্ট দুই বৎসর দেওয়া আছে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্বকালীন রাজ্যশাসন কাল রূপে । পুরাণের একটি শাখা মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্বকালীন রাজ্য শাসন রূপে প্রদর্শিত এই দুই বৎসর কালকে হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অঙ্গীভূত করে এই বংশের স্থায়িত্বকাল দেখিয়েছেন সিংহলীয় গ্রন্থ নির্স্কিষ্ট কাল অনুরূপ দুইশত বৎসর । কিন্তু অপর এক শাখা হর্য্যঙ্ক বংশের প্রথম অধিপতি বিম্বিসার এবং নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল মধ্যে দুইশত বংশবেরর ব্যবধান রয়েছে বলে জানালেও এই বংশের স্থায়িত্বকাল দেখিয়েচে ১৯৮ বংসর এবং অপর দুই বৎসর মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পুর্ব্ববর্ত্তী রাজত্ব কাল হুতু নন্দেবংশের রাজত্বকাল অন্তর্ভুক্ত করে নন্দবংশের স্থায়ীত্বকাল দেখিয়েছে ২ + ৮৬ বত্সর । *৪ খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে অনন্দবংশীয় শেষ অধিপতি ধননন্দের রাজত্ব সময়ে ভারত অভিযানকারী ম্যাসিড় (Macedon)

*৪ মৎস বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডি পুরাণ প্রধানতঃ এই শাখার অনুবর্ত্তী । (নিষ্ণু ও শ্রীমদ্ভাগবতকে পাওয়া যায় ১ম শাখার অনুবররর্ত্তীরূপে) লক্ষ্যণীয় যে বর্ত্তমানে এই তিন পুরাণ থেকে এই ৮৮ বৎসরই পাওয়া যায় মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে । যেই কাল এক সময়ে নন্দবংশের স্থায়িত্বকাল রূপে নির্স্কিষ্ট ছিল, পরবর্ত্তীকালীন বিভ্রান্তি প্রভাবে সেই কাল পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে । এ ছাড়া হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশ তালিকায় দশম পর্য্যায়ে যথানে এক সময়ে অভিভাবকত্ব

অধিপতি আলেকজেণ্ডারের অনুচরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি *৫ সূত্রে জানা যায় যে মহাপদ্ম নন্দ তাঁর পূর্ববর্ত্তী মগধীয় রাজবংশের শেষ অধিপতিকে ষড়যন্ত্রর সাহায্যে হত্যা করে তাঁর পুত্রগণের অভিভারকত্ব ছলে কিছুকাল মগধ রাজ্যের শাসন যন্ত্র পরিচালনা করেছিলেন । পরে তিনি সেই রাজপুত্রগণকেও হত্যা করেন এবং নিজেই সংহাসনাভিষিক্ত হন । পুরাণের দুই শাখা মধ্যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর কালের ক্রমানুপঞ্জী নিয়ে যেরূপ তাৎপর্যৎপূর্ণ বিভেদ লক্ষ্য করা যায় তা থেকে বলা যেতে পারে যে পুরাণ মতে এই দুই বৎসর কালই হল মহাপদ্ম নন্দ কর্ত্তৃক হর্য্যঙ্ক শৈশুনাগ বংশীয় শে, অভিপতির পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মগধ রাজ্য শাসন কাল । তিনি এই বংশের

ছলে রাজ্য শাসন হেতু উল্লেখ করা হয়োছিল মহাপদ্ম নন্দের নাম, বর্ত্তমানে সকল পুরাণেই সেই পর্যায়ে পাওয়া যায় মহাপদ্ম নন্দের পরিবর্ত্তে তাঁর পিতা রূপে উল্লিখিত 'মহানন্দা' কে । এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডের কোন পাণ্ডুলিপিতে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল রূপে 'অষ্টাসীতে তু রর্ষাণি' বা ২৮ বৎসরের উল্লেখ পাওয়া গেলেও উহা লিপি-প্রমাদ মাত্র । অষ্টাসীতি তু বর্ষাণি' বা ৮৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে 'অষ্টবিংশতি' বর্ষাণি বা ২৮ বৎসরের উল্লেক পাওয়া গেলেও উহা লিপি-প্রমাদ মাত্র । 'অষ্টাশীতি তু বর্ষাণি' পাঠ ।

*৫ দেখুন : The Invasion of India by Alexander
by - Crindle
Political History of Ancient India - 6th Ed, (Revised) by H.C. Rai Chowdhuri

নবম অভিপতি নন্দিবর্দ্ধনকে হত্যা করে তাঁর পুত্রগণের অভিভাবকত্ব ছলে মগধ রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন ।ে এই কারণেই এক পুরাণ শাখা এই কালকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পুর্ব্ববর্ত্তী রাজ্য শাসনকাল রূপে নির্ব্বিষ্ট কলা সত্ত্বেও মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক

বিন্দুকে হর্য্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের অবসানকাল রূপে গ্রহণ করে এই বংশের স্থায়িত্বকাল দর্শিয়েছেন দুই শত বৎসর । আর অপর পুরাণ শাখা নন্দিবর্দ্ধনের রাজত্বাবসান বিন্দুকেই এই বংশের রাজ্যবসান বিন্দু রূপে গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে এই বংশের স্থায়িত্বকাল জানিয়েছেন ১৬৮ বৎসর ও অবশিষ্ট দুই বৎসরকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক-পূর্ব্ব রাজ্য শাসন কাল রূপে নন্দ বংশ কালের অঙ্গীভূত করেছেন । সিংহলীয় ক্রমানুপঞ্জীর অমুসরণ ওপরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের সমর্থন থেকে বিশেষজ্ঞগণ অষ্টম অধিপতি কালাশোধ বা কাকবর্ণকে নন্দ কর্ত্তৃক নিহত শেষ অধিপতি রূপে গ্রহণ করলেও উপরোক্ত পুরাণ তথ্য যেরূপ প্রাচীন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাণে মহাপদ্ম নন্দের অভিভাবকত্ব কাল যেরূপ তাৎপর্য্য মূলক ভাবে স্থান পেয়েছে ও সংহলীয় বৌদ্ধ তথ্যের পরিবর্ত্তে পুরাণ তথ্যের সাথে আলোকজেণ্ডারের অনুচরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যের যেরূপ সঙ্গিতি লক্ষ্য করাযায় তা থেকে আলোচ্য ২২ বৎসরের বিবরণ ক্ষেত্রে পুরাণ তথ্যই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় । মূল পৌরাণিক ক্রমানুপঞ্জী সংহলীয় ক্রমানুপঞ্জী অপেক্ষা বহু প্রাচীন তো বটেই সম্ভবতঃ উপরোক্ত গ্রীক-তথ্য অপেক্ষাও প্রাচীন । তথ্য প্রমাম অমুসারে পুরাণের প্রথম শাখা সংকলিত হয়োছিল মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পরবর্ত্তী এক শত বৎসর কালের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ নন্দ বংশের রাজত্বকাল মধ্যে । দ্বিতীয় শাখা সংকলিত হয়োছিল চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কালের নিকট পরবর্ত্তী সময়ে ।

জৈন স্মৃতি মধ্যে বিস্তৃত কাল বিবরণ সহ হর্য্যঙ্ক শৈশুনাগ বংশের কোনওপূর্ণাঙ্গ ক্রমান পঞ্জী উপস্থিত নেই । মহাবীর পরবর্ত্তী কালের যে আংশিক ক্রমানুপঞ্জী এইস্মৃতি মধ্যে পাওয়া যায় তাহা বহু পরবর্ত্তীকালীন ও নানা বিকৃতি তোষে দুষ্ট । *৬ কিন্তু 'বুদ্ধ-মহাবীর' এবং 'মহাবীর-মহাপদ্ম' কালের দূরত্ব সম্বর্কে যে চূড়ান্ত রায় এই স্মৃতি থেকে লাভ করা যায় তাই সিংহলীয় ক্রমানুপঞ্জীতে বর্ণিতে 'বুদ্ধদের-মহাপদ্ম' অন্তরকাল তথ্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । *৭ উভয় অনুসারেই 'বুদ্ধদেব-মহাপদ্ম' অন্তর কাল

*৬ বৌদ্ধ-স্মৃতি হখ অংশ এবং জৈন-স্মৃতি (ত-তিয় অধ্যায়) লক্ষ্য করুন ।

*৭ আলোচনা ধারার তৃতীয় অধ্যায় (জৈন স্মৃতি) দেখুন ।

১৪০ বৎসর । বুদ্ধদেব যে হর্য্যঙ্ক বংশের প্রথম অধিপতি শ্রেণীক বিম্বিসার ও তাঁরপুত্র কুণিক অজাতশত্রুর সমসাময়ীক ছিলেন সেই সমর্থনও জৈন স্মৃতি জানিতে থাকে । অতএব বলা যেতে পারে যে পুরাণ ও জৈন স্মৃতির সম্মিলিত সাক্ষ্য থেকে সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত 'বিম্বিসার-মহাপদ্ম' অধ্যায়োর ক্রমান পঞ্জী, কিছু পরিমাণ ক্রটি থাকা সত্ত্বেও, যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরযোগ্য রূপেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে ।

২ মহাপদ্ম-অশোক ক্রমানুপঞ্জী ও বৌদ্ধ স্মৃতির বিবর্ত্তন ধারা

ক] মহাপদ্ম-অশোক কালের ক্রমানুপঞ্জী ক্ষেত্রে সিংহলিয় বৌদ্ধগ্রন্থে উপস্থিত তথ্যাদি কিন্তু নিতান্তর নৈরাশ্য জনক । নানা বিকৃত ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ । মূল পূরাণ বৌদ্ধ ও জৈন স্মৃতি বিরোধ শূন্য ভাবে এই কালের যে ক্রমানুপঞ্জী দিয়ে থাকে তাঁর সাথে এই ক্রমানুপঞ্জী বৈষম্য যে কিরূপ গভীর সে কথা উপলব্ধি করা সহজ হবে উদ্ধৃত তালিকাটি থেকে : —

	সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত বৌদ্ধ মতধারা অনুসারে	মূল ক্রমানুপঞ্জী
নন্দবংশ		
মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁর আট পুত্রের রাজত্বকাল	২২ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩৪৪-৩২২ অব্দ)	*৮(খৃঃ পূঃ ৪০৪-৩১৮ অব্দ)
মৌর্য্যবংশ		
চন্দগুপ্ত	২৪ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩২২-২৯৬ অব্দ)	২৪ বৎসর খৃঃ পূঃ ৩১৮-২৬৯ অব্দ)
বিন্দুসার	২৮ বৎসর (খৃঃ পূঃ - ২৬৮-২৯০ অব্দ)	২৫ বৎসর খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দ)
অশোকের ‘রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক’ ব্যবধান	৪ বৎসর (খৃঃ পূঃ ২৭০-২৬৬ অব্দ)	এইরূপ কোন ব্যবধান নেই ।

সুতরাং 'মহাপদ্ম ৭৮ বৎসর ১৩৫ বৎসর
অশোক' অন্তরকালখৃঃ পূঃ ৩৪৪-২৬৬ অব্দ)খৃঃ পূঃ ৪০৪-২৬৯ অব্দ)

*৮ সিংহলীয় গ্রন্থে যেই বৈদ্ধ মতধারার সন্দান পাওয়া যায় সেই মতধারা অনুসারে বৌদ্ধ স্মৃতি থেকে 'বুদ্ধ-অশোক' তারিখপঞ্জী পাওয়া যায় মূলতঃ দুই প্রকার (১) খৃঃ পূঃ ৪৮৭-২৬৯ অব্দ (২) খৃঃ পূঃ ১৮৪-২৬৬ অব্দ এবং এই অনুসারে 'নন্দ-অশোক' কালধারা যথাক্রমে

মূল ক্রমানুপঞ্জী কোন স্রোতপথে সিংহলয়ী গ্রন্থে উপস্থিত মতধারায় পরিণত হয়েছে সে কথা বিচার চেষ্টা করলে জানা যায় যে : —

এক] প্রথমতঃ এই মতধারায় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কলকে ভুল করা হয়োছিল বম্বিসারের সিংহাসনারোহণ কাল রূপে । 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান রূপে । এই কারণে মূল ক্রমানুপঞ্জী অনুসারে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ যখানে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ সেক্ষেত্রে এই মতধারা অনুসরণে এই তারিখটিকে পাওয়া যায় বিম্বিসারের সিংহাসনারোহণ তারিখ রূপে এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ পাওয়া যায় এবং ৬০ বৎসর পরবর্ত্তী বা খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ রূপে । মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক তারিখ যেখানে খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দ; পাওয়া যায় তাঁর পরিবর্ত্তে (খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ—— ২০০ বৎসর কিংবা খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ ——১৪০ বৎসর =) খৃঃ পূঃ ৩৪৪ অব্দ ।

খৃঃ পূঃ ১৪৭-২৬৯ অব্দ খৃঃ পূঃ ৩৪৪-২৬৬ অব্দ । কিন্তু জৈন-স্মৃতি পর্যালোচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এর মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্জীটিই পরবর্ত্তী কালে প্রাধান্য লাভ করেছিল । এই কারণেই এখানে এইরূপ পঞ্জী দেওয়া হল এবং সিংহলীয়গ্রন্থ মধ্যে কোনও তারিখ পঞ্জীর উল্লেখ নাথাকায় উহা বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হল ।

দুই] উপরোক্ত বিভ্রান্তি থেকে যদিও 'বিম্বিসার অশোক' ব্যবধান ২৭৫ বৎসর 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান ২১৫ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম-অশোক' ব্যবধান ৭৫ বৎসর রূপে নির্স্কিষ্ট হওয়া সঙ্গত ছিল —— কিন্তু পুনরায় বিন্দুসারেররাজত্ব কাল —— ২৫ বৎসর নয়, ২৮ —— বৎসর এইরূপ বিভ্রন্তিজনক মতবাদের উদয় হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত এই কালধারা সমূহ স্থিরিকৃত হয় যতাক্রমে ২৭৮ বৎসর, ২১৮ বৎসর এবং ৭৮ বৎসর । অশোকের

রাজ্যাবিষেক কাল এই কারণে নির্ষ্কিষ্ট হয় খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের *৯ পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ ।

তিন] আবার চন্দ্রগুপ্ত অশোক দূরত্ব ২৪ + ২৮ বৎসর বা ৫২ বৎসর এই হিসাব থেকে যদিও শেষ পর্য্যন্ত 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল স্থির হোয়া উচিত ছিল ৭৮—৫২=২৬ বৎসর, কিন্তু পুনরায় অশোকের রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক কালের মধ্যে চার বৎসরের ব্যবধান আছে এই জাতীয় এক ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ থেকে 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের রাজ্যাবিষেক' দূরত্ব গ্রহণ করা হয় ৫৬ বৎসর এবং এই কারণে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর নির্ষ্কিষ্ট হয় চূড়ান্ত ভাবে ৭৮ — ৫৬ বৎসর = ২২ বৎসর ।

*৯ প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কাল নির্ষ্কশের ব্যাপারে বৌদধগণ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পভেছিল । এ সম্পর্কে ও নং পাদটিকা এবং এই তথ্যায়ের হর অংশ দেখুন ।

খ] সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ত্তমান বৌদ্ধ মতধারায় যে তিনটি বিভ্রান্তি বা ত্রুটি দেখা যায় তাঁর মধ্যে প্রথমটি বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তীকালে সংশোধন করে নিয়োছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । তাঁরা পুনরায় খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দকেহ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব গ্রহণ করেছিলেন ২১৮ + ৬০ বৎসর বা ২৭৮ বৎসর 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ৭৮ + ৬০ বৎসর বা ১৩৮ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ২২ + ৬০ বৎসর বা ৮২ বৎসর । অর্থাৎ ১ নং বিভ্রান্তির পরিণতিতে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ক্ষেত্রে যে ৬০ বৎসরের হ্রাস দেখা দেয়েছিল শুধুমাত্র সেইটুকু সংশোধন করে নিয়েছিলেন তাঁরা এই সময়ে । তাঁরা য়ে এইরূপ সংশোধনসহ মূল তারিখটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন এর প্রমাণ পোয়েখাকি জৈনস্মৃতি থেকে । জৈনস্মৃতি মধ্যে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর কাল সম্পর্কে তিন রূপ মতধারার সন্দান দেখা যায় । [এক] এই অন্তরকাল ১৫৫ বৎসর । [দুই] ২১৫ বৎসর । [তিন] ২১৬ বৎসর । *১০ এর মধ্যে তৃতীয়টিই হল মূল মতধারা । এখন ৩ নং মতধারার সাথে মতধারা 'বুদ্ধ-

*১০ দেখুন — Parisista Parvan — Hema Chandra

(Ed. by.- Jacobi)
Vichara Sreni — Merutunga
Early History of India V. A. Smith
Ind. Ant — Vol. XI pages 246 and Vol. XXI —Page 71

মহাবীর' ব্যবধান রূপে ৭ বৎসর যোগ করে যেমন আমরা পৌঁছতে পারি 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' কালেন ঐতিহাসিক ব্যবধান ২২৬ বৎসরে; তেমন ১ নং মতধারাটির সাথে ঐরূপ ৭ বৎসর যোগ করে আমরা পৌঁছই সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ১৬২ বৎসরে । এই সাম্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ১ নং জৈন মতধারাটি প্রকৃতপক্ষে সিংহলীয় গ্রন্থে পারে যে ১ নং জৈন মতধারাটি প্রকৃতপক্ষে সিংহলীয় গ্রন্থে উপস্থিত বৌদ্ধ মতদারার সমান্তরাল । আবার আমরা লক্ষ্য করি যে খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ বুদ্ধদেবের এই দুই পরিনির্ব্বাণ তারিখের মধ্যে যেমন ৬০ বৎসর ব্যবধান আছে তেমনি ১ ও ২ নং জৈন মতধারা মধ্যেও রয়েছ ৬০

বৎসরের ব্যবদান । অতএব বলা যায় যে ১ নং জৈন মতধারাটি — বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ১৬২ বৎসর-এইরূপ বৌদ্ধ মতদারার সমান্তরার সমান্তরাল *১১ আর ২ নং জৈন মতধারাটি-বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ এবং 'বুদ্ধ—চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান (১৬২ + ৬০ বৎসর বা ২১৫ + ৭

*১২ এর পরে থেখে এই বৌদ্ধ মতধারাটিকে ১ নং বৌদ্ধ মতদারা রূপে উল্লেখ করা হবে ।

বৎসর =) ২২২ বৎসর—এইরূপ বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল *১২ এখন 'বুদ্ধ—চন্দ্রগুপ্ত ও 'মহাবীর—চন্দ্রগুপ্ত' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব যেখানে প্রমাণ পাওয়া যায় যতাক্রমে ২২৬ বৎসর ও ২১৬ বৎসর সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে না যে ২ নং বৌদ্ধ ও জৈন মতধারা দুইঠি প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তীকালীন মতধারা । আবার এই মতধারা দুইটি যে ১ নং মতধারা দুইটি অপেক্ষাও পরবর্ত্তী সে প্রমাণও বর্ত্তমান । আমরা লক্ষ্য করি যে বৌদ্ধগণ যেখানে ১ নং মতধারার 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালাধার দিয়েছেন ১৪০ + ২২ বৎসর, জৈনগণ সেখানে ১ নং মতধারার এই কালধারা দিয়েছেন ৬০ + ৯৫ বৎসর এবং ২ নং মতধারার দিয়েছেন ৬০ + ১৫৫ বৎসর । ১ নং জৈন মতধারার বৌদ্ধ কালপঞ্জীকে উপেক্ষা করবার কারণ হল হতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্য ।ে জৈনগণ এই শিলালিপি থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল সংগ্রহ করেছিলেন ১৪৪ বৎসর এবং তা থেকে 'চন্দ্রগুপ্ত—অশোক' অন্তরকাল রূপে ৪৯ বৎসর বাদ দিয়ে 'মহাপদ্ম—চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান সাব্যন্ত করেছিলেন ৯৫ বৎসর । *১৩ অতএব বৌদ্ধ মতধরের অনুসরণ থেকে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সাধারণ দূরত্ব ১৫৫ বৎসররূপে গ্রহণ করলেও

*১২ এর পরে থেকে এই বৌদ্ধ মতদারাটিকে ২ নং বৌদ্ধ মতধারা রূপে উল্লেখ করা ঙনে ।

*১৩ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দেখুন ।

এই কালকে 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারায় রূপান্তরের বেলায় তাঁরা এই সঙ্কর্কিত

বৌদ্ধ কালপঞ্জীকে অপেক্ষা করে এই কালদারা গতহণ করেছিলেন ৬০ + ৯৫ বৎসর । এক্ষেত্রে ২ নং মতধারায় ‘মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ কাল ৯৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৯৫ + ৬০ = ১৫৫ বৎসর নির্স্কিষ্ট কারণ থেকে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে ২ নং জৈন মতধারাটি ১ নং জৈন মতধারার পরবর্ত্তী । সুতরাং ২ নং বৌদ্ধ মতধারাটি নিশ্চয়ই ১ নং বৌদ্ধ মতধারার পরবর্ত্তী । আবার ২ নং জৈন মতধারার যখন ঐ ৬৩ বৎসর কালকে ‘মহাবদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ কালের অঙ্গীভূত করা হয়েছে তখন বৌদ্ধগণও যে এইরূপই করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না । এ ক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ তারিখটিকেই যখন বুদ্ধদেবের সঠিক পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে পাওয়া যায় তখন সুনিশ্চিত বাবেই বলা চেন যে ১ নং মতধারা থেকে ২ নং মতধারার দিকে গতি দ্বারা বৌদ্ধগণ ১ নং মতধারার উপস্থিত তিনটি বিভ্রান্তির মধ্যে প্রথমোক্ত বিভান্তিটিরই সংশোধান করেছিলেন মাত্র ।

গ] দ্বিতীয় বৌদ্ধ মতধারায় ‘বুদ্ধ—অশোক’ ব্যবধানরে ৭৮ বৎসর ও ‘মহাপদ্ম—অশোক’ ব্যবধান ১৩৮ বৎসর রূপে গ্রহণ করা হয়ে খাকলেও, সামগ্রীক ভাবে বৌদ্ধ-স্মৃতি এই কাল যথাক্রমে ২৭৫ বৎসর ও ১৩৫ বৎসর রূপে মেনে নিতে অশ্বিকার করে কিংবা এরূপ কালধারার প্রতি বৌদ্ধ-স্মৃতির কোন সমর্থন নেই এরূপ মনে করা ভুল হবে । ১ ২ নং বৌদ্ধ মতদারার সাথে ১ ও ২ নং জৈন মতধারার সমান্তরালতা থেকে যদিও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তী কালে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দেকেই অশোকের অভিষেক তারিখ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাহলেও, যেই তারিখটিকে অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ রূপে জানা যায় সেই খৃঃ পূঃ৫৪৪ অব্দ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ থেকে যেমন ২৭৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ থেকে তেমন ২৭৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী । অতএব মধ্যবর্ত্তী ব্যবদান সূত্রেই প্রাথমিক ভাবে প্রমাণ পাওয়া য়ায় যে পুরাণ জৈন-স্মৃতি ও হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের সাথে একমাত বিশিষ্ট ভাবে ‘বৌদ্ধ-স্মৃতিও’ ‘বুদ্ধ-অশোক’ কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ১৭৫ বৎসর ও ’মহাপদ্ম-অশোক’ কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব (২৭৫-১৪০ বৎসর) ১৩৫ বৎসর বলে স্বীকার করে ।

ঘ] ২ নং বৌদ্ধ মতদারায় ‘মহাপদ্ম—অশোক’ কালের ব্যবধান গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃত ব্যবদান বা পুরাণ বৌদ্ধ স্মৃতি, জৈন-স্মৃতি ও হাতিগুম্স্কা শিলালিপি সমর্থিত ব্যবদান অপেক্ষা তিন বৎসর অধিক । এই আধিক্য ঐ মতদারায় গ্রহীত ক্রমানুপঞ্জীর কোন বিশেষ এংশে আত্ম প্রকাস করেছে সে বিষয় জানবার চেষ্টা করলে দেখা যায় যে

এইপূপ ঘটেছে একমাত্র বিন্দুসারের রাজত্বকাল তথ্য ক্ষেত্রে । পুরাণ থেকে জানা যায় বিন্দুসার রাজত্ব করেছিলেন ২৫ বৎসর । জৈন-স্মৃতি থেকেও এইরূপ তথ্যই লাভ করা যায় । সেখানে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক ব্যবধান প্রকাশ করা হয়েছে ৪৯ বৎসর । *১৪ পুরাণ ও বৌদ্ধ-স্মৃতি এ দুই থেকেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যত্বকাল পাওয়া যায় ২৪ বৎসর । এ ক্ষেত্রে জৈন স্মৃতি নির্ব্বিষ্ট 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' দূরত্ব বিন্দুসারের রাজত্বকাল বিষয়ে পুরাণ তথ্যকেই সমর্থন কে থাকে । কিন্তু ১ ও ২ নং বৌদ্ধ মতধারায় বিম্বিসারের রাজত্বকাল ধরা হয়েছেচ ২৮ বৎসর । অতএব বলা যেতে পারে যে একমাত্র এই কালণেই ২ নং মতদারায় 'বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান প্রকৃত কাল অপেক্ষা তিন বৎসত অধিক রূপে দেখা দিয়েছে ।

আবার যখন লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃত তথ্য ও ২ নং বৌদ্ধ সতধারা উভয় অনুসারে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ হলেও প্রকৃত তথ্যানুসারে যেখানে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব

*১৪ তৃতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দেখুন ।

২৭৫ বৎসর ও অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ সেখানে বিন্দুসারের রাজত্বকাল তিন বৎসর অধিক গ্রহণ থেকে ২ নং মতধারায় 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব গ্রহণ করা হয়েছে ২৭৮ বৎসর ও অশোকের অবিষেক তারিখ স্থির করা হয়েছে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ—তথন নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা চলে যে ঐ তিন ব্ৎসরের আধিক্য বিভ্রান্তি থেকেই বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে 'খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ' এই ভ্রান্ত অভিষেক তারিখটির উৎপত্তি হয়েছে । ঘটনা যে প্রকৃতই এইরূপ তাহা প্রতিপন্ন হয় আরও একটি তথ্য থেকে । ঔৎসুক্যের সাথে লক্ষ করা যায় যে, অশোকের অভিষেক কাল সংক্রান্তি দুইটি তারিখই বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে উপস্থিত রয়েছে 'বুদ্ধ-অশোক' অন্তরকাল ২১৮ বৎসর মতবাদের সাথে জড়িত ভাবে । পূর্ব্বে ই দেখেছি, এই মতবাদটি ২য় মতধারা অপেক্ষা প্রাচীন । এই মতধারায় ১ নং বিভ্রান্তি বশতঃ যে ৬০ বৎসরের নূন্যতা দেখা দিয়েছিল তাই সংশোধন থেকেই বৌদ্ধগণ ২ নং মতধারার পৌঁছেছিলেন । অতএব ২ নং মতধারায় তিন বৎসর আধিক্য ত্রুটি দেখ যায় তাহা মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছিল এই মতবাদের মধ্যেই প্রথমে । এ থেকে বলা যেতে পারে যে এই মতবাদে যেখানে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব নির্ব্বিষ্ট করা সঙ্গত ছিল

(২৭৫–৬০ বৎসর বা ২১৭—৩ বৎসর = ২১৫ বৎসর), সেখানে করা হয়েছে ২১৫-—৩ = ২১৮ বৎসর । এখন ১ নং বিভ্রান্তি থেকে স্বাবাবতঃই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল স্থির হয় (প্রকৃত কাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ— 'বিম্বিসার-বুদ্ধ' অন্তর ৬০ বৎসর=) খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ এবং অশোকের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ । কিন্তু দেখা যায় যে তিন বৎসরের আধিক্য তেকে এই ব্যবধান ২১৮ বৎসর গ্রহণ ফলে এক পক্ষ অসোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে অনিবার্য্য ভাবেই বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ নির্ব্বেশে বাধ্য হয়েছেন খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দ আর অপর পক্ষ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে অশোকের অভিষেক তারিখ নির্ব্বেশে বাধ্য হয়েছেন — খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ । অর্থাৎ তিন বৎসরের আধিক্য তারিক্য তারিখ নির্দ্ধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে বৌদ্ধগণকে দুই শিবিরি বিভক্ত করে ফেলেছে । যে পক্ষ অশোকের অভিষেক তারিখের উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা স্বাবাবতঃই উপেক্ষা করেছেন বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখকে । আর য়ে পক্ষ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখের উপর জোর দিয়েছেন, তাঁরা উপেক্ষা করেছন অশোকের অভিষেক তারিখকে । অতএব এখান থেকেও আলোক পাওয়া যায় যে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ অভিষেক তারিখটির উৎপত্তি ঐ তিন বৎসরের আধিক্য থেকেই । এখানে মনে রাখতে হবে যে যদি এর বিপরীত কিছু হত; অর্থাৎ — অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ সংক্রান্তি মত বিরোধ বা বিভ্রন্তি থেকেই বিন্দুসারের রাজত্ব কাল ২৮ বৎসর এই ধারণার উৎপত্তি হত, তবে অশোক সঙ্কর্কিত দুইটি তারিখকেই বৌদ্ধগণ সেক্ষেত্রে ২১৮ বৎসর মতবাদের সাথে জড়িত করতেন না । একমাত্র খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটিকেই এই মতবাদের সাথে চলিত পেতাম তা হলে ।

ঙ] ২১৮ বৎসর মতবাদ মধ্যে উপস্থিত একও দুই নং বিভ্রান্তি সংশোধন করে নিলে এবং দ্বিতীয় মতধারা থেকে তিন বৎসরের আধিক্য বাদ দিলে 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের ক্রমানুপঞ্জী পাই আমরা এইরূপ।

নন্দবংশ

মহাপদ্ম নন্দ ও
তাঁর আট পত্রের
রাজত্ব কাল .... ৮২ বৎসর

<u>মৌর্য্যবংশ</u>

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল	....	২৪ বৎসর
বিন্দুসারের রাজত্বকাল	....	২৫ বৎসর
অশোকের 'রাজ্যলাভ রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান	... .	৪ বৎসর
সুতরাং 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল		১৩৫ বৎসর

হাতিগুম্স্কা শিলালিপি মধ্যে ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্য কালের উল্লেখ থেকে আমরা শুধু এইটুকু আলোকই পেয়ে খাকি যে 'নন্দরাজ কাল' ও 'মৌর্য্যকাল' মধ্যে তথামহাপদ্ম নন্দ ওঅশোকের মধ্যে কাল ব্যবধান বর্ত্তমান ৩০০ বৎসর—১৬৫ বৎসর = ১৩৫ বৎসর । এই ১৩৫ বৎসর কালের অন্তর্বর্ত্তী ক্রমানুপঞ্জী কিরূপ সে সম্বর্কে এই শিলালিপি সম্পূর্ণ নিরব ।এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত শংশোধিত ক্রমানুপঞ্জী যথন মহাপদ্ম ও অশোকের মধ্যে ১৩৫ বৎসরের দূরত্বই প্রকাশ করে তথন হতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের সাথে এই ক্রমানুপঞ্জীর কোন প্রকাশ বিরোধ অবশ্যই নেই । কিন্তু পুরাণ ও জৈন স্মৃতির সাথে এর বিরোধ এথনও বর্ত্তমান । ঐ দুই স্মৃতিধারা অশোকের রাজ্যলাভ ও অভিষেক কাল মধ্যে কোনরূপ কাল ব্যবধান আছে ও কথা স্বীকার করে না । নন্দবংশের স্থায়িত্ব কাল বা 'মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর সম্বর্কেও তাঁদের মত ভিন্ন প্রকার । এই কাল তাঁরা জীনিয়ে থাকে ৫৬ বৎসর ।

অশোকের রাজ্যলাভ ও অভিষেক মধ্যে কোন কাল ব্যবধান যে নেই একথা শুধু প্রাচীন পুরাণ স্মৃতি ও জৈন স্মৃতির সাক্ষ্য থকেই প্রতিপন্ন হয় না । বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে উপস্থিত অশোকের জীবন পঞ্জীর সাথে অশোক-লিপি তথ্যের তুলনা বিচার থেকেও এই একই পআমাণ পাওয়া যায় সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থ উপস্থিত বিবরণে দেখা যায় যে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন অভিষেকের তিন বৎসর পর । অতএব বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ মতে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ কাল 'রাজ্যলাভের অষ্টম বৎসর' । কিন্তু অশোকের 'ত্রয়োদশ শিলানুশাসন' ও 'ছোট শিলানুশাসন' পাঠ থেকে আলোক পাওয়া যায় যে অসোক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুগামী হয়োছিলেন তাঁর কলিঙ্গ বিজয় যুদ্ধর পর । যে রক্তক্ষয়ী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে সমর্থ হন তাঁর

নির্ম্মমতা ও নিন্দারুণ বিভৎসতা এবং বিজিত দেশবাসীগণের নীরিহ নাগরিক জীবনে তাঁর করুণ প্রতিক্রিয়া তৎকালীন দ্বিগ্বিজয় নিতির অনুগামী অশোককে গভীর ভাবে বিচলিত করে তুলে । কৃত কর্ম্মের জন্য তাঁর মনে তীব্র অনুশোচনা জন্মে । ধর্ম্ম তৃষ্ণা ও ধর্ম্মনীতির অনুসরণ স্পৃহা দেয় । তথাগত বুদ্ধের অহিংসা প্রেম ও মৈত্রির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, দিগ্বিজয় নিতির পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম বিজয় নিতির অনুগামী হন তিনি । .....ত্রয়োদশ শিলানুশাসন থেকে আরও জানা যায় —*১৫

"অঠ চষা ভিধিতষা দেবানং পিয়ষ পিয়দষিনে লাজিনে কলিগ্যা বিজিতা ।"

*১৫ দেখুন – অশোক-লিপি— ড়ঃ অমূল্যচন্দ্র সেন প্রণিত ।

'অষ্টম বর্ষাভিষিক্ত দেগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) কর্ত্তৃক কলিঙ্গগণ বিজিত হন ।

অতঅব বৌদ্ধ মত অনুসারে যেই ঘটনা কাল রাজ্যলাভের অষ্টম বৎসর' অশোক লিপি অনুসারে সেখানে ঐ কাল কোন ঐমেই অভিষেকের অভিষেকের অষ্টম বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় । সুতরাং দেখাযায় যে অশোকের 'প্রকৃত' অভিষেক কাল বিন্দুকেই বৌদ্ধগণ রাজ্যলাভ বিন্দু রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এইরূপ পস্থায় অশোকের রাজ্যরাভ ও রাজ্যভিষেক মধ্যে চার বৎসরের মিথ্যা ব্যবধান রচনা করেছেন ।

বৌদ্ধগণ প্রদর্শিত অসোকের 'রাজ্যলাভ রার্যলাভ-রাজ্যাভেষেক' ব্যবধান যখন ভিত্তিহিন রূপে প্রতিপন্ন হয়-তখন বৌদ্ধ-স্মৃতি সুত্রেও 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল ব্যবধান পাই আমরা পুরাণ ও জৈন তথ্যান রূপ সেই ২৪ + ২৫ বৎসর বা ৪৬ বৎসর এবং এই কারণ থেকে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ব্যবধানও পাই শেষ পর্যান্ত ১৩৫— ৪৯ বৎসর বা ৮৬ বৎসর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্য

বৌদ্ধ-স্মৃতি সস্কর্কে আলোচনা কালে একবার জানানা হয়েছে য়ো হাতুগুম্স্কা শিলালিপি মধ্যে উপস্থিত তথ্যাদি অনুসারে 'মহাপদ্ম-অশোক অন্তরকাল ১৩৫ বৎসর । পুনরায় জানানো হয়েচে যে 'মহাপদ্ম-অশোক' কাল দূরত্ব ১৪৪ এবং 'মহাপদ্ম—চন্দ্রগুপ্ত' কাল দূরত্ব ৯৫ বৎসর এইরূপ তথ্য ১ নং জৈন সতধারা মধ্যে জৈনগণ স্থান দিয়েছিলেন উপরোক্ত শিলালিপিরই অনুসরণ থেকে । কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহল যেক্ষেত্রে স্থির — নিশ্চয় যে ঐ শিলালিপি মধ্যে ১০৩ অথবা ৩০০ নন্দরাজা কাল-এর উল্লেখ থাকলেও ১৬৫ মৌর্য্যকালের কোন উল্লেখ নেই; ডঃ জয়সোয়াল ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্যকালের একত্র উপস্থিতির সপক্ষে যেই পাঠ একদা দিয়েছিলেন তাঁকে পরবর্ত্তী কালে 'ভুল পাঠ' বলে নিজেই যখন তিনি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করেছেন; তথন ঐ শিলালিপি 'মহাপদ্ম-অশোক' ব্যবধান ১৩৫ বৎসর রূপে-ইবা প্রকাশ করে কিভাবে, আর জৈনগণের পক্ষে-ইবা ঐ শিলালিপি থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর সংগ্রহ সস্কব হল কি ভাবে ?

ডঃ জয়সোয়াল তাঁর পাঠকে 'ভুল' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহার করে নিলেও যথন দেখা যায় যে ঐ 'ভুল' পাঠ নন্দরাজা ও মৌর্য্য কালের মধ্যে যে দুই প্রকার দূরত্ব তথ্যই নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতি মহাপদ্ম নন্দও পৃথিবী খ্যাত মৌর্য্য সম্রাট অশোকের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব রূপে স্মৃতি বাণ্ডর মধ্যে উপস্থিত, তথন স্বতঃই পআতিপন্ন হয় যে তিনি বিপথ চালিত হয়েই তাঁর ঐ পাঠকে ঐ ভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । তিনি নিজে এবং তাঁর ঐ পাঠের যথার্থতা সস্কর্কে সন্দেহ পোষণকারীগণ যদি সতর্কতা সাথে পুরাম, বৌদ্ধ-স্মৃতি ও জৈন-স্মৃতি বিচার চেষ্টায় মন দিতেন তবে পরিস্থিতি অবশ্যই ভিন্ন প্রকার হত । পাঠের যথার্থতা সস্কর্কে কোন প্রশ্ন, কোন সন্দেহই দেখা দিত না তাহলে । একখানি সিলালিপিপর পাঠকে 'ভুল' পাঠ বলে নাকচ করে দেবার পূর্ব্বে ঐরূপ বিচার চেষ্টায় মন দেওয়া তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিকের সেই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যথাযত ভাবে পালন না করেই সকলে ঐরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমর্থন করেছেন এবং করে চলেছেন *১৬

এক নং জৈন মতধারা থেকে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অনুরকাল ৯৫ বৎসর ও 'মহাপদ্ম-

অশোক' অন্তরকাল ১৪৪ বৎসর পাওয়া গেলেও তিন নং জৈন মতধারা, পুরাণ এবং বৌদ্ধ-স্মৃতি কিন্তু এইরুপ দূরত্ব কথা স্বীকার বা সমর্থন করে না । এই কারণে সিদ্ধান্ত করা চলে যে 'মহাপদ্ম-অশোক' কালের প্রকৃত দূরত্ব ১৪৪ বৎসর নয় ১৩৫ বৎসর । এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে আরও দুইটি তথ্য বর্ত্তমান । প্রথমটি হল — পুরাণ তথ্যের প্রাচীনত্ব । পূরাণ তথ্য সন্দেহাতীত ভাবে হাতিগুম্স্কা শিলালিপি অপেক্ষা প্রাচীন । দ্বিতীয়ট হল— এক নং জৈন মতধারার অপ্রাচীনত্ব ও বিভ্রান্তিপূর্ণ এক নং বৌদ্ধ মতধারার সাথে তার সমান্তরালত্ব ।

*১৬ এই শিলালিপির বিভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ দেখুন-

–

Corpus Inscriptionum Indicarum-
Vol.-I, 1877.
Proceedings of the International Congress
of Orientalists - Leyde 1884.
J.B.O.R.S.-1918 (Dec 1917), 1927, 1928.
J.R.A.S.-1919, 1918 and 1919.
Acta Orientalia - No.1, 1923.
Ep. Indica - Vol.X and XX.
Ind. Ant. 1919 and 1920
Selected Inscriptions - Dr. D.C. Sircar.
Political History of Ancient India -
Dr. H.C. Raichowdhuri.

উপরোক্ত কারণ মসূহ থেকে এক নং জৈন মতধারা মধ্যে উপস্থিত 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব তথ্যকে অনৈতি হসিক রূপে রায় দেওয়া গেলেও ঐ তথ্য যে হাতিগুম্স্কা শিলালিপির সাথে সম্পর্ক শূন্য এরূপ সিদ্ধান্ত কিন্ত করা চলে না । কারণ এই দূরত্ব তথ্যের সাথে শিলালিপি তথ্যের সামঞ্জস্য বাহ্যতঃ ভাবে মূল স্মৃতি তথ্যাদি অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর । মূল স্মৃতি তথ্যাদির সাক্ষ্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে ৩০০ নন্দরাজ কাল এবং ১৬৫ মৌর্য্যকাল একই বৎসর এবং এই বৎসরটি শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল । শিলালিপি

খানিতে মহামেঘবাগন খানবেলের ত্রয়োদশ (রাজত্ব) বৎসর পর্য্যন্ত কালের বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় । সুতরাং শিলালিপিখানির উৎকীর্ণ তারিখ একধারে যেমন ৩০০ নন্দরাজ কাল ও ১৬৫ মৌর্য্যকাল, অন্যধারে তেমন মহামেঘবাহন খারবেলের ত্রয়োদশ কীংবা চতুর্দ্দশ বৎসর কিন্তু কৌতিহলের বিষয় — ১৬৫ মৌর্য্য কালের উল্লেখ শিলালিপি-বিবরণের শেষ ভাগ দিকে করা হয়ে থাকলেও নন্দরাজাকে তিনশত বৎসর পূর্ব্বকালীণে রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে মহামেঘবাহন খারবেলের পঞ্চম বৎসরের বিবরণ প্রসঙ্গে । অতএব শিলালিপি পাঠ থেকে প্রধানতঃ এইরূপ ধারণাই জন্মায় যে ৩০০ নন্দরাজ কাল মহামেঘবাহন খারবেলের পঞ্চম বৎসর । বিশেষজ্ঞগণও ঠিক এইরূপ ভুল ধারণাই গ্রহণ করে এসেছেন এ যাবৎ । এই ধারণার বশবর্ত্তী হলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই অনিবর্য্য ভাবে উপনীত হতে হয় যে শিলালিপিখানি উৎকীর্ণ হয়েছিল ৩০৮ কিম্বা ৩০৯ নন্দরাজ কালে এবং এই ৩০৮ কিংবা ৩০৯ নন্দরাজ কালই ১৫৬ মৌর্য্যকালের সমান । সুতরাং শিলালিপি পাঠ থেকে 'নন্দরাজা-মৌর্য্যকাল' ব্যবধান ধারণাপাওয়া যায় সাধারণতঃ (৩০৮-১৬৫) ১৪৩ কিংবা ১৪৪ বৎসর । এক নং জৈন মতধারা শেষোক্ত দূরত্ব কথাই ঘোষণা করে । অতএব, শিলালিপি তথ্যের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ বাহ্যিক সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও ঐ মতধারায় ঘোষিত দূরত্ব যখন ঐতিহাসিক নয়, তথন ঐ দূরত্ব শিলালিপি তথ্যের উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়ে ঐ মতধারা মধ্যে স্থান পোয়োছিল এইরূপ সংগৃহীত হয়ে ঐ মতধারা মধ্যে স্থান পেয়েছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না । এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এক নং জৈন মতধারাটি সব কিছু সত্ত্বেও বিভ্রন্তি পূর্ণ এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুসরণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত । এক্ষেত্রে যদি এই দূরত্ব তথ্য কোনও এক বিশেষ নির্ভরযোগ্য স্থান থেকে জৈনগণ সংগ্রহ না করতেন এবং সেই হিতু সর্ব্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলে ধারণায় না ◌াসতেন তবে নিশ্চই সেরূপ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জীকে উপেক্ষা করে এইরূপ দূরত্ব তথ্যকে ঐ মতধারা মধ্যে স্থান দিতে উদ্যোগী হতেন না বা এই দূরত্ব তথ্য ভিত্তিতে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জীকে অপেক্ষা করতে সহসী হতেন না । সুতরাং এই বিচার কোন থেকেও সিদ্ধান্ত করা চলে যে শিলালিপিখানি পাঠ থেকেই জৈনগণ এইরূপ দূরত্ব তথ্যে উপলীত হয়েছিলেন । প্রকৃত ঘটনা যে ঠিক এইরূপই তাঁর অপর এক সমর্থন মেলে এক ও দুই নং জৈন মতধারায় ব্যক্ত পূর্ণাঙ্গ ক্রমানুপ্জী মধ্যে মহামেঘবাহন খারবেলের উপস্থিতি থেকে । এই ক্রমানুপ্জী মধ্যে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মহাপদ্ম নন্দ থেকে (৩০০—৫ বৎসর বা ৩০৯ -

– ১৪ বৎসর =) ২৯৫ বৎসর এবং অসোক থেকে (১৬৫—১৪ বৎসর =)১৫১ বৎসর ব্যবধানে । এইরূপ ব্যবদানে তাঁকে স্থাপনা করা সম্ভব একমাত্র হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা থেকেই ।

জৈনগণ শিলালিপি তথ্যের যেই ব্যাখা আমাদের দেয়েছেন একাদিক থেকে তাহা বিভ্রান্তি যুক্ত হলেও অন্য কয়েক দিক থেকে বস্তু অতি বিশেষ ভাবে মূল্যবান । শিলালিপি মধ্যে ১৬৫ মৌর্য্য কৈলের উল্লেখ থাকা সস্কূর্ণ তথ্য সম্মত এরূপ আলোক মূল স্মৃতি তথ্যাদি সূত্রে পাওযা গেলেও, প্রকৃতই যে ঐ তারিখটির উল্লেখ শিলালিপি মধ্যে রয়েছে তাঁর সুনিশ্চিত প্রমাণ লাভ করা যায় একমাত্র এই জৈন ব্যাখ্যা থেকেই । শিলালিপি মধ্যে যদি ঐ তারিখটির উল্লেখ না থাকত তবে জৈনগণের পক্ষে কোন ক্রমেই এইরূ তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হত না য়ে 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল ১৪৪ বতসর । পুনরায় শিলালিপিখানি যে কলিঙ্গ রাজ মহামেঘবাহন খারবেরের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল সে আলোকও প্রধানতঃ এই জৈন ব্যাখ্যা থেকেই পাওয়া যায় । বিশেষজ্ঞগণ ওযাবৎ এখানির উৎকীর্ণ কাল ত্রয়োদশ বৎসর বলেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে এসেছেন মুখ্যতঃ । সুতরাং এই জৈন ব্যাখ্যা মহামেঘবাহন খারবেলের সঠিক তারিখ নিরূপণ ক্ষেত্রেও আগাদের বিশেষ সহায়তা দিয়ে থাকে । এছাড়া, নন্দরাজ কালের স্থির বিন্দু যে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক বৎসর এবং মৌর্য্যকালের স্থির হিন্দু সম্রাট অশোকের অভিষেক বৎসর সে বিষয়েও এই জৈন ব্যাখ্যা আমারে সুনিশ্চিত করে ।

'মহাপদ্ম-অশোক' ও 'মহাপদ্ম-খারবেল' কাল দূরত্ব নির্দ্ধারণে জৈন ব্যাখ্যায় যে বিভ্রন্তি দেখা যায় ঐ জন্য কিন্তু জৈনগণকে বিশেষভাবে দায়ী করা চলে না । এ হয়ত ঠিক যে তাঁরা যদি যতেষ্ট সতর্কতার সাথে তাঁদের ব্যাখ্যার সত্যাসত্য যাচাই চেষ্টা করতেন তবে হয়ত এমন ভূল ঘটত না । কিন্তু তবুত্ত ঐ জন্য মূল ভাবে দায়ী হলেন তিনিই যিনি রচনা করেছিলেন এই শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বিবরণ ধারা । মূল স্মৃতি তত্যাদির রায় থেকে প্রতিপন্ন হয় যে ঐ বিবরণ ধারা প্রকৃতপক্ষে রচিত হয়েছিল শিলালিপিখানির উৎকীর্ণ তারিখের জবানিতে । এই কারণেই 'নন্দরাজা –শিলিলিপি উৎকীর্ণ কাল' দূরত্ব স্তান পেয়েছে রাজা খারবেলের পঞ্চম বৎসর বিবরণ মধ্যে । গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান কালে এইরূপ রচনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ কোন ক্রমেই প্রশংসনীয় নয় । এ অবশ্যই এক ত্রুটি পূর্ণ রচনা পদ্ধতি ।

তৃতীয় অধ্যায়

জৈন-স্মৃতি

এক — 'বুদ্ধদের-মহাবীর' পরিনির্ব্বাণ ব্যবধান

মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল সম্বর্কে জৈন-স্মৃতি মধ্যে যে তিনটি বিভিন্ন মতধারার সন্ধান রয়েছে সে কতা পূর্ব্বেই বলেছি । এই তিনটি মতধারা হল— ১) চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ১৫৫ অব্দ ২) চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৫ অব্দ ৩) চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৯ অব্দ । এর মধ্যে প্রথম দুইটি মতধারা যে পরবর্ত্তীকালিন ও প্রমাদপূর্ণ বৌদ্ধ মতদারার অনুসরণ দ্বার প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-স্মৃতি আলোচনা কালে সে প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে । *১৭ জৈনগণ এই দুই নং বৌদ্ধ মতদারার অনুসরণ থেকে । দুই নং মতধারাটি আবার এক নং মতধারার সঙ্কসারিত রূপ । যাই হোক, ঐ দুই বৌদ্ধ মতধারায় যেখানে বুদ্ধদেব-চন্দ্রগুপ্ত দূরত্ব নির্স্কিষ্ট করা হয়েছে ১৬২ বৎসর ও ২২২ বৎসর জৈনগণ সেখানে এই দুই মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত'

*১৭ দেখুন— ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা —১১-১৪

ব্যবধান গ্রহণ করেছেন ১৫৫ বৎসর ও ২১৫ বৎসর । অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল গ্রহণ করা হয়েছে বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী রূপে বা বুদ্ধদেবের পরিনির্ববাণ কাল স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে মহাবীরের ৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে । যদিএই ব্যবধান সত্য হয় তবে বৌদ্ধ স্মৃতর চূড়ান্ত রায় যেখানে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব ১৪০ + ৮৫ বৎসর বা ২২৬ বৎসর বলে প্রকাশ করে সেখানে মূল জৈন-স্মৃতির রায় অনুসারে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব আশা করা যেতে পারে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে এক ও দুই নং জৈন মতধারা যখন মূল মতধারা নয় তখন মূল রূপে অবশিষ্ট থাকে একমাত্র প্রকৃত বা মূল জৈন মতধারা হয় এবং মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল প্রকৃতই বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী হয় তবে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল নিশ্চই চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২১৬ + ৭ বৎসর = চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ২২৬ অব্দ । লক্ষ্যণীয়– এই হিসাব ক্ষেত্রে বৌদ্ধ স্মৃতির চূড়ান্ত রায় এবং তিন নং জৈন মতধারা মধ্যে কোনও বিরাধ নেই । উভয়েই পরস্পরকে স্বীকৃতী দেয় ।

অতএব বলা যেতে পারে যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল অবিসম্বাদিত ভাবে বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী ।

দুই— <u>মহাবির-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত কালধারা</u>

ক) 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালক্রমে সম্বর্কে এক নং ও দুই নং জৈন মতদারায় যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করবার কোনিও সঙ্গত কারণ দেকা যায়না এক নং মতধারায় এই কাল বলা হয়েছে ৬০ বৎসর + ৯৫ বৎসর । হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্য প্রসঙ্গ আলোচনা সময়ে দেখেছি যে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর এই তথ্য বিভ্রন্তি-মূলক । সুতরাং 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সঠিক দূরত্ব ১৪৪—৪৯ বৎসর বা ৯৫ বৎসর হয়ও সম্ভব নয় । হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের তথা কথিত ব্যাখ্যা সাহায্যেই জৈনগণ এইরূপ দূরত্বে উপনীত হয়েচিলেন মাত্র । প্রাচীন পুরাণ- স্মৃতি এবং বৌদ্ধ-স্মৃতি ও তিন নং জৈন মতদারা অনুসারে এই কাল ১৩৫—৪৯ বৎসর বা ৮৬ বৎসর । অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব এক নং জৈন মতধারা অনুরূপ ১৬৬ বৎসর সেক্ষেত্রে 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা অবশ্যই ৬৯ বৎসর + ৮৬ বৎসর কিন্তু 'মহাবীর-মহাপদ্ম' ব্যবধান ৬৭ বা ৭৬ বৎসর এইরূপ স্বীকার করে নিতেও বাধা আছে । বৌদ্ধ স্মৃতি অনুসারে বুদ্ধদেব ছিলেন হর্য্যঙ্ক বংশীয় প্রথম অধিপতি বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সমসাময়িক । অজাতশত্রুর রাজত্বকালে অষ্টম বৎসরে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন । জৈনগণও মহাবীরকে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক রূপে বর্ণনা করে থাকেন । এ ছাড়াও দেখেছি, জৈনমতে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বুদ্ধদেবের ৭ বৎসর পরবর্ত্তী । অতএব বুদ্ধদেব সম্বর্কিত উপরোক্ত বৌদ্ধ-স্মৃতিকে জৈনগণ প্রকারান্তরে সঠিক বলে সমর্থন জানিয়ে থাকেন । এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধ-স্মৃতি ও পুরাণের সম্মিলিত সাক্ষ্য থেকে যখন স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় যে বিম্বিসারের সিংহাসনারোহন কাল ন্দাভিষেক পূর্ব্ব ২০০ অব্দ, তখন বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল 'নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ১৪০ অব্দ' এই বৌদ্ধ তথ্যের যথার্থতা সম্বর্কে সন্দিবান হওয়ার বা এি দূরত্বকে তদপেক্ষা ন্যূন, বিশেষভাবে নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ৬৭ অব্দ রূপে মনে করবার মত কোন কারণ আদৌ দেখা যায় না । তিন নং জৈন মতধারাটিও এইরূপ ধারণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ বিপক্ষে । সুতরাং মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল নন্দাভিষেক পূর্ব্ব ৬০ বা ৬৭ অব্দ কিংবা চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ব ১৫৫ অব্দ অথবা 'মহাবীর-

মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ কালধারা ৬০ বৎসর + ৯৫ বৎসর বা ৬৭ বৎসর + ৮৬ বৎসর এই জাতীয় মতবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় ।

আলোচ্য জৈন মতধারায় ‘মহাবীর-মহাপদ্ম’ কাল (১৪০ বতসর—৭ বৎসর =) ১৩৩ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬০ বৎসর রূপে গ্রহণ করবার পশ্চতে যুগপৎ ভাবে দুইটি কারণ বর্ত্তমান । এক–জৈন স্মৃতি ভাণ্ডারে, বিশেষতঃ এই জৈন মতধারার প্ররর্ত্তকগণের তথ্য ভাণ্ডিরে স্বাধীন ভাবে কিংবা বৌদ্ধ-স্মৃতির প্রতি নির্ভর শূন্য ভাবে ‘মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত’ কাল দূরত্ব নির্দ্ধারণ করবার মত উপযুক্ত তথ্য উপাদনের অনুপস্থিত । এক মাত্র এই কারণএ জৈনগণ শেষ পর্য্যন্ত অতি হাস্যকর ভাবে বৌদ্ধ স্মৃতির প্রতি আস্থা দেখিয়ে এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুবর্ত্তী ভাবে আলোচ্য মতধারায় ‘মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত’ কাল দূরত্ব গ্রহণ করেছেন ১৫৫ বৎসর । দুই—হাতিগুম্স্কা শিলালিপি মধ্যে সূচিত ‘মহাপদ্ম-অশোক’ দূরত্ব তথ্য । এই সিলালিপি পাঠ থেকে ‘মহাপদ্ম-অশোক কাল ব্যবধান ১৪৪ বৎসররূপে ধারণা লাভ করায় এবং তা থেক আপন স্মৃতি ভাণ্ডার মধ্যে উপস্থিত ‘চন্দ্রগুপ্ত-অশোক’ দূরত্ব ৪৯ বৎসর বিয়োগ পরে ‘মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ অন্তর রূপে ৯৫ বৎসর লাভ করায় তাঁরা স্থির নিশ্চয় হয়েছিলেন যে বৌদ্ধ মতদারায় নির্স্কিষ্ট ‘মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ কালতথ্য সঠিক নয় । সঠিক নয় । এ ক্ষেত্রে আলোচ্য মতধারার প্রবর্ত্তকগণের নিকট যদি স্বাদীন ভাবে ‘মহাবীর-মহাপদ্ম’ কিংবা ‘মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত’ দূরত্ব নির্দ্ধারণ উপযুক্ত তথ্যাদি উপস্থিত থা ত তবে তাঁরা ‘মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত’ কাল সাব্যস্ত করতেন—হয় ১৩৩ + ৯৫ = ২২৮ বৎসর নতুবা ১২৪ + ৯৫ = ২১৯ (কারণ ‘মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত’ কালের সঠিক দূরত্ব ২১৯ বৎসর) কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকায় বৌদ্ধ-স্মৃতির প্রতি আস্থা স্থাপনায় বাধ্য হয়ে এক নং বৌদ্ধ মতধারার অনুবর্ত্তী ভাবে ‘মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত’ কাল সাব্যস্ত করলেন তাঁরা ১৫৫ বৎসর এবং এ থেকে ‘মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ অন্তর রূপে ৯৫ বৎসর বাদ দিয়ে ‘মহাবীর-মহাপদ্ম’ অন্তর নির্স্কিষ্ট করলেন অবশিষ্ট ৬০ বৎসর ।

দুই নং জৈন মতধারায় ‘মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত’ কাল ২১৫ বৎসরকে ‘মহাবীর-মহাপদ্ম চন্দ্রগুপ্ত কালধারায় বিভক্ত করা হয়েছে ৬০ + ১৫৫ বৎসর রূপে । অর্থাৎ এই মদদারায় ‘মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত’ অন্তরকাল ৬০ বৎসর অধিক গ্রহণ করা হলেও, এক নং জৈন মতধারায় নির্স্কিষ্ট ‘মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত’ কাল ৯৫ বৎসরের সাথে ঐ ৬০ বৎসর যুক্ত

করে এই মতদারায় ঐ কাল দূরত্ব দেখান হয়েছে ১৫৫ বৎসর । যেই দূরত্ব হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্য অবলম্বন নির্ব্বিষ্ট হয়েছিল, যেই দূরত্ব তথ্য ভিত্তিতে এক নং বৌদ্ধ মতধারায় নির্ব্বিষ্ট 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালক্রমে পঞ্জীকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেই দূরত্ব তথ্যই দুই নং জৈন মতধারায় উপেক্ষিত, বিকৃতা এক্ষেত্রে 'জৈন-স্মৃতি' রূপে এই মতধারাটির উপর কোনরূপ গুরুত্ব বা সম্মান আরোপ করা মূর্খতা মাত্র ।

পূর্ব্বেই আমরা জেনেছি যে এই মতধারাটি দুই নং বৌদ্ধ মতধারার সমান্তরাল । সুতরাং বল যেতে পারে যে এক নং বৌদ্ধ মতধারা মধ্যে উপস্থিত এক নং বিভ্রন্তি সংশোধন দ্বারা 'সহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর ২২ + ৬০ বৎসর = ৮২ নির্দ্ধারণ সহকারে বৌদ্ধগণ যখন দুই নং মতধারার প্রতি গতি করেন তখন জৈনগণ তাঁদের অন্ধ অনুকরণ থেকেই এক নং জৈন মতধারায় নির্ব্বিষ্ট 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৯৫ বৎসরকে ৯৫ + ৬০ বৎসর = ১৫৫ বৎসরে রূপান্তরীত করে দুই নং জৈন মতধারার প্রতি গতি করেন ।[৫]

খ) এক ও দুই নং মতধারা দুইটি মূল জৈন মতধারা রূপে আখ্যা লাভের অযোগ্য হলেও তিন নং মতরিটির বেলায় কিন্তু সেকথা বহু চলে না । 'বুদ্ধ-মহাবীর পরিনির্ব্বাণ' অন্তর পর্যালোচনা কালো লক্ষ্য করেছি যে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর পর্যালোচনা কালে লক্ষ্য করেছি যে 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর বিষয়ে বৌদ্ধ-স্মৃতির চূড়ান্ত রায় সঙ্গে এই জৈন মতদারাটি সঙ্কূর্ণ সঙ্গতি সক্কন্ন । 'বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' কালের ঐতিহাসিক দূরত্ব ১৪০ + ৯৬ বৎসপ = ২২৬ বৎসর অনুসারে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব হওয়া সঙ্গত ১৩৩ + ৮৬ বৎসর = ২১৬ বৎসর । তিন নং জৈন মতদারাটি ঠিক এই ২১৯ বৎসর ব্যবদান কাই আমদের জীনিয়ে থাকে ।

তিন নং জৈন মতধারাকে কেন্দ্র করে একমাত্র প্রশ্ন দেখা দেয় এই যে মতধারা অনুসারে 'মহাবীর-মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কালধারা ১৩৩ + ৮৬ বৎসর = ২১৬ বৎসপ ? এখানে দ্বীতীয় প্রকার ধারণার অনুকূলে রায় দেওয়ার মত কন সঙ্গত কারণই চোথে পড়ে না । প্রথমতঃ এই জৈন মতদারাটির সাথে এরূপ কোন ক্রমানুপঞ্জী য়ে সত্যই প্রচলিত রয়েছে– এরূপ সন্ধান নেই । প্রকৃত কথা বলতে কি এই মতধারাটির সাথে কোন প্রকার ক্রমানুপঞ্জীই আমরা প্রচলীত পাই না বর্ত্তমানে । এ সত্ত্বে যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে ঐ প্রকার এক ক্রমানুপঞ্জী সত্যই এই মতধারাটির

সাথে প্রচলীত রয়েছে, কিংবা প্রকৃতই একদিন অনুরূপ সন্ধান লাভ করা যায়– তাহলেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ সিন্ধানেত স্থায়ী হতে বাধ্য যে জৈনগণ এই মতধারাটির সাথে ঐ জাতীয় ক্রমানুপঞ্জী যুক্ত করেছেন পরবর্ত্তী কোনও সময়ো, হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের তথাকথিক ব্যাখ্যার অনুসরণ থেকে । নতুবা বাস্তব ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্রমানুপঞ্জী এই মতধারার মূল ক্রমানুপঞ্জী হওয়া সর্ম্পূর্ণ অসম্ভব । একমাত্র পুরাণ তথ্যই তার প্রাচীনত্ব দ্বারা এ তথ্য সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেযে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবদান আদৌ ৯৫ বৎসর নয়, ৮৬ বৎসর । এবং এই কারণে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' অন্তর কালও ১২৪ বৎসর হওয়া সম্ভব নয়, হওয়া সম্ভব ১৩৩ বৎসর । পুরাণ সমূহ মধ্যে, বিশেষতঃ 'দ্বিতীয় শাখা'র অনুবর্ত্তী পুরাণ সমূহ মধ্যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব তথ্য যেরূপ ভাবে সন্নবেশিত রয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দ্বিতীয় পুরাণ মধ্যে এই তথ্য স্থান পেয়েছিল চন্দ্রগুপ্তর সিংহাসনারোহণ বিন্দুকেই গ্রহণ করা হয়েছে পৌরাণিক যুগ-গণনা তথা ক্রমানুপঞ্জীর মূল স্থির বিন্দু রূপে । আর বৌদ্ধ-স্মৃতিও যে পুরাণ স্মৃতির সর্ম্পূর্ণ সপক্ষে এবং হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যও পুরাণ স্মৃতির বিরুদ্ধবাদী নয়– এ আমরা পুর্বেবই দেখেছি, অতএব এ ক্ষেত্রে তিন নং জৈন মতদারাটিকে পুরাণ ও বৌদ্ধ স্ম-তির বিরূদ্ধবাদী রূপে গ্রহণ করবার কোন অর্থ হয়না কিংবা ঐরূপ গআহণের পশ্চাতে কোন সুসঙ্গত কারণ যুক্তি বা তথ্য পামাণও উপস্থিত দেখা যায় না । শেষ পর্য্যন্ত যখন আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় য়ে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' অন্তরকাল ১৩৩ বৎসর, ''মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তরকাল ৮৬ বৎসর এবং এই কারণে 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কাল দূরত্ব ১৩৩ + ৮৬ বৎসর = ২১৯ বৎসর তথন তিন নং জৈন মতধারা–যা শেষোক্ত দূরত্ব ২১৯ বৎসর বলেই প্রকাশ করে— তাকে 'মহাবীর-মহাপদ্ম' ও 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' অন্তর ক্ষেত্রে ১৩৩ বৎসর ও ৮৬ বৎসর ক্রমের বিরুদ্ধবাদী রূপে আখ্যা দেওয়া সম্ববন কি ভাবে ?

তিন—'চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল ব্যবদান

জৈনগণ এক ও দুই নং মতধারায় 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' কালের সাধারণ দ্বরত্ব ক্ষেত্রে এক ও দুই নং বৌদ্ধ মতধারার অন্ধ অনসরণ করে থাকলেও 'চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের' রাজ্যাভিষেক ব্যবধানের বেলা.য় ঐ বৌদ্ধ মতধারা দুইটিকে সর্ম্পূর্ণ উপেক্ষা করেএই কাল যে ৫৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৪৯ বৎসর রূপে গ্রহণ করেছে, এবং পুনরায়, হাতিগুম্স্কা

শিলালিপি তথ্যের তথাকথিত ব্যাখ্যা সংগ্রহীত 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর থেকে ৪৯ বৎসর বিয়োগ দিয়েই যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' ব্যবধান ৯৫ বৎসরে উপনীত হয়েছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি । কিন্তু তাঁহা যে প্রকৃতই এরূপ করেছিল তার প্রমাণ পাই কি ভাবে ? আমরা লক্ষ্য করি যে এক ও দুই নং জৈন মতধারা যে দুই বৌদ্ধ মতদারার সমান্তরাল সেই দুই বৌদ্ধ মতধারা অনুসারে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এবং চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দ হলেও জৈনগণ তাদের ঐ দুই মতদারায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল গ্রহণ করে ছিলেন প্রকৃত পক্ষে খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ অপেক্ষা ৪৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী । অতএব ঐ কালনির্ব্দেশ থেকেই প্রথমে সংকেত পাই য জৈন অভিমতে চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক ব্যবধান ৪৯বৎসর ।

বর্ত্তমানে জৈনগণ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন কাল নির্ব্দিষ্ট করে থাকেন বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ এবং এইভাবে এক নং মতধারায় মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল হয়ে থাকে বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব (১৫৫ + ২৫৫ বৎসর=) ৪১০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দ এবং দুই নং মতধারায় বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব (২১৫ + ২৫৫ বৎসর =) ৪৭০সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৫২৮ অব্দ । কিন্তু আদিভাগে যে তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনারোহণ কাল বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ রূপে নির্ব্দিষ্ট করেছিলেন এবং এই ভাবে এক নং মতদারায় মহাবীরের মরিনির্ব্বাণ তারিখ নির্দ্ধারণ করেছিলেন বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১২ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দ এবং দুই নং মতধারায় বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪৭২ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৫৩ অব্দ এর প্রমাণ পাই আমরা মৈশূরের জৈন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলীত পরিনির্ব্বাণ তারিখ সূত্রে ।ে তারা মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল জানিয়ে থাকেন— বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর । বিশেষজ্ঞগণ মতপোষণ করেন যে এই তারিখটি মূলতঃ শকাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর, কিন্তু বিভ্রান্তি থেকে কালক্রমে বক্রমাব্দ পূর্ব্ব তারিখে পরিণত হয়েছে *১৮ শকাব্দ পূর্ব্ব ৬০৭ সংবৎসর বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪৭২ সংবৎসর তথা খৃঃ পূঃ ৫৩০ অব্দের সমান । অতএব সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে দুই নং মতদারায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন কাল নির্ব্দিষ্ট করা হয়েছিল প্রকৃতঞ্চপক্ষে বীক্রমাব্দ পূর্ব্ব (৪৭২ — ২১৫ বৎসর =) ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ । দুই নং সতধারাটি এক নং জৈন মতদারার সক্রসারিত রূপ ।

সুতরাং দুই নং মতদারায় যখন চন্দ্রগুপ্তেক ঐ রূপ তারিখে স্থাপনা করা হয়েছিল বলে জানা যায়, তখন এক নং মতদারায় এর বিপরিত কিছু হহেছিল এরূপ সমর্থন করা চলে না ।

জৈনগণ যে এক ও দুই নং মতদারায় চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল ব্যবধান ৪৯ বৎসর রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিতিগুম্স্কা শিলালিপি থেকে সংগৃহিত তথাকথিত 'মহাপদ্ম-অশোক কাল ১৪৪ বৎসরকে ৯৫ + ৪৯ বৎসর' ধারায় 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত-অশোক' কাল পঞ্জীতে বিভক্ত করেছিলেন সে প্রমাণ আরও একটি সূত্রে পাওয়া যায় । আমরা ঔৎসুক্যের সাথে লক্ষ্য করি যে জৈনগণ জৈন ধর্ম্মের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক

*১৮ দেখুন — Ind.I Ant. -Vol. II. Page-140.

কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘবাহন খারবেলের হাতিগুম্স্কা শিলালিপি থেক শুধুমাত্র 'মহাপদ্ম-অশোক' কাল দূরত্ব সংগ্রহ করেই যে নিজেদের ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে স্থান দিয়ে ছিলেন তাই নয়, মহামেঘবাহন খারবেলকেও এই সাথে ঐ ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন । যেইরূপ ব্যাখ্যা থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব ১৪৪ বৎসর গ্রহণ করা চলে সেই অনুসারে মহামেঘবাহন খারবেলের সম । কাল নির্দ্ধারিত হয় মহাপদ্ম নন্দ থেকে ২৯৫ বৎসর ও অশোক থেকে ১৫১ বৎসর পরবর্ত্তী রূপে এবং অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ রূপে গ্রহণ করলে এই ব্যবধান তথ্য অনুসারে ঐ তারিখ স্থির বয় খৃঃ পূঃ ১১৫ অব্দ বা বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৫৭ সংবৎসর । আমরা দেখি যে জৈনগণ তাঁকে ঐরূপ তারিখেই স্থাপনা করেছেন । অতএব এই সূত্রে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়াযায় যে জৈনগণ এক ও দুই নং মতধারায় অশোকের রাজ্যাবিষেক তারিখ গ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতই খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এবং মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক তারিখ গ্রহণ করেছিলেন খৃঃ পূঃ ৪১০ অব্দ । অতএব তাঁরা আদিভাগে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল কখনই খৃঃ পূঃ ৩১৩ অব্দ রূপে নির্ব্বিষ্ট করেন নি করেছিলেন খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ— যেমন ইঙ্গিত পেয়ো থাক আমরা মৈশূরীর জৈন-স্মৃতি সূত্রে; এবং এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত-অশোক দূরত্ব অনুসরণ করেছিলেন ৪৯ বৎসর ।

চার জৈন ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে মহামেঘবাহন

খারবেলের উপস্থিতি

জৈনগণ যে হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্যের তথাকথিত ব্যাখ্যা ভিত্তিতে সংকলিত ক্রমানুপঞ্জী মধ্যে জৈন ধর্ম্মের এককালিন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক কলিঙ্গ রাজ মহামেঘবাহন খারবেলকেও স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বর্ত্তমান রয়েছে আজ নিম্নোক্ত জৈনগাথাটি —*১৯

"অবন্তী অধিপতি পালক সেই দিন নীশিথে সিংহাসনাভিষিক্ত হন, যিই দিন অর্হৎ ও তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন ।" 'পালক রাজত্ব করেন ৬০ বৎসর নন্দবংশীয়গণ ১৫৫ বৎসর, মৌর্য্য বংশীয়গণ ১০৮ বৎসর এবং পুষ্যমিত্র ৩০ বৎসর ।'

'বালমিত্র ও ভানুমিত্র ৬০ বৎসর নভোবাহন (বা নহবান) ৪০ বৎসর, গর্স্কাভলগণ ১৩ বৎসর এবং শকগণ ৪ বৎসর ।'

*১৯ দেখুন — Indian Antiquary - Vol. II.

'মহাবীর বিক্রমাব্দ' কালের ক্রমানুপঞ্জী সংক্রন্ত এই জৈন গাতাটির তৃতীয় স্তবকে যে নভোবাহন বা নহবানের উল্লেখ পাওয়া যায় সাধারাণ বিচার থেকে তাঁকে কলিঙ্গ অধিপতি মহামেঘবাহন (খারবেল) রূপে চিহ্নিত করতে কেহই হয়ত উৎসাহ দেখাবেন না । অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশীয় গোতমীপুত্র সাতকর্ণী (খৃষ্টাব্দ ১০৬—১৩০) কর্ত্তৃক বিজিতে শক ক্ষত্রপ মহবান কেই জৈনগণ ভুলক্রমে এখানে উল্লেখ করেছেন এবং 'নভোবাহন' 'নহবান' নামেরই বিকৃত রূপ–এই রায়ই হয়ত দিবেন সবাই । কিন্তু তাৎপর্য্যের বিষয় নহবান বা নভোবাহনকে যেই কাল বিন্দুতে এখানে আমরা পাইং সেই বিন্দুটি হল–বিক্রমায় পূর্ব্ব ৫৭ সংবৎসর বা খৃঃপূঃ ১১৫ অব্দ । অতএব 'নহবান' বা 'নভোবাহন'কে জৈনগণ মূলতঃ স্থাপনা করেছেন মহাপদ্ম নন্দ অপেক্ষা ২৯৫ বৎসর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা ২০০ বৎসর এবং অশোক অপেক্ষা ১৫১ বৎসর ব্যবধানে *২০ হাতিগুম্স্কা শিলালিপির জৈন ব্যাখ্যা অনুসারে এই কাল

*২০উদ্ধৃত জৈনগাথা মধ্যে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন কাল বিক্রমাব্দ

পূর্ব্ব ২৫৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩৯৩ অব্দরূপে পাওয়া যায় এবং এই অনুসারে উল্লিখিত দূরত্ব সমূহ প্রতি ক্ষেত্রে দুই বৎসর কম রূপে প্রকাশ পায় । কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই দেখেছি য়ে ইহা পরবর্ত্তীকালীন বিভ্রান্তি মাত্র । এক ও দুই নং জৈন মতদারা প্রবর্ত্তন কালে জৈনগণ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল ধার্য্য করেছিলেন বিক্রমাক পূর্ব্ব ২৫৭ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দ । সুতরাং এই মূল তারিখ অনুসারেই এখানে হিসাব করা হয়েছে ।

বিন্দুটিতে নহবান বা নভোবাহনের পরিবর্ত্তে মহামেঘবাহন (খারবেল)- কেই পাওয়ার কথা নয় কি ? এ থেকে এইরূপ ধারণাই জন্মায় না কি যে জৈনগণ কালক্রমে মহামেঘবাহনকেই নহবান রূপে ভুল করেছিলেন ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ অর্থ প্রকাশ ক্ষেত্রে 'মেঘঃ' শব্দটি 'নভঃ' শব্দের সহিত সমার্থজ্ঞাপক । অতএব নিম্নোক্ত ধারায় 'মহামেঘবাহন' এর 'নভোবাহন' ও ক্রমে 'নহবান'এ রূপান্তর সম্পূর্ণ সম্ভব ।—

মহামেঘবাহন > মেঘবান = নভোবাহন > নভোবান > নহবান ।

চতুর্থ অধ্যায়

পুরাণ-স্মৃতি

'মূল' পুরাণ-স্মৃতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য এই গ্রন্থে নিবেদন করা হয়েছে — তাঁর প্রকাশ এই প্রথম নয় । 'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় – ১ম খণ্ডি (পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা)' নামক অপর এক গ্রন্থে পূর্ব্বেই সে সব বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল । 'হয়েছিল'–এই অতীত সূচক ক্রিয়াটিকে ব্যবহান করা হল এখানে এই কারণে যে ২১সে মার্চ্চ ১৯৫৮এ ঐ গ্রন্থখানিকে যখন প্রকাশ করাহয়, তখন আর্থিক কারণ বশতঃ মুদ্রণ সংখ্যা বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল । প্রচার করা হয়েছিল মাত্র ঐতিহাসিক মহলের এক বিশেষ অংশ মধ্যে । বিক্রয়ার্থে কোন সাদার সংস্করণ প্রকাশ করা এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি । এর কারণ অতি সহজ । লেখক একে সৌখীন গবেষক, তাঁর উপর আবার পণ্ডিত্যের মানদণ্ডে এই কার্য্যে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং তাঁর মূল পৃষ্ঠপোষক হলেন মাত্র শূন্যরূপী সেই অদৃশ্য সত্ত্ব–যাকে আমরা আখ্যা দিয়েছি 'ঈশ্বর' । য়ার দান ও প্রেরণা এক অনধিকারীকে এই কার্য্যে ব্রতী করেছে, এই য়া কিছু পরিগণিত দায় দায়িত্ব তাঁরইঁ । তিনি যে এই দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করছেন এমন কথা বলা চলে না । কারণ তাহলে দীর্ঘ চার বৎসর পর লেখকের পক্ষে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ আজ আদৌ সম্ভবপর হত না ।

যাই হোক, যারা পুরাণ সম্পর্কিত ঐ গ্রন্থখানির সাথে আদৌ পরিচিত নন, তাঁদের মনে পুরাণ স্মৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি এই গ্রন্থে আদৌ সম্ভবপর নয় । বৌদ্ধ ও জৈন-স্মৃতি সম্বন্ধে যেরূপ সংক্ষেপে আলোচনা করা গিয়াছে, পুরাণ স্মৃতি ঐরূপ সংক্ষেপে আলোচনা বস্তু নয় । পুরাণ মধ্যে ভারতীয় আর্য্য ইতিহাসের স্থিরবিন্দু বা বৈবস্বত মনু থেকে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন পর্য্যন্ত কালের ক্রমানুপঞ্জী এরূপ ভাবে গ্রথিত যায়েছে যে এর মধ্যকার কোনও এক বিশেষ কালের ক্রমানুপঞ্জীকে সমগ্র অংশ থেকে নিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা বা বিচার বিশ্লষণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ।এই সমগ্র কালের ক্রমানুপঞ্জীই পুরাণ মধ্যে যুগবাদ ভিত্তিতে সংকলিত হয়ে উপস্থিত । এ ছাড়া বর্ত্তমানে এই ক্রমানুপঞ্জী ও উহা সংকলনার্থে ব্যবহৃত যুগবাদ যেরূপ বিকৃতিও প্রক্ষেপ ভাবাক্রান্ত অবস্থায় প্রচলিত

পুরাণ সমূহ মধ্যে উপস্থিত রয়েছে তাথেকে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই গ্রন্থখানি মধ্যে করতে গেলে এখানি রীতিমত মেদ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এবং পরিণতিতে এখানির প্রকাশ ভবিষ্যত সাপেক্ষ হয়ে থাকবে—এই আশঙ্কা থেকেই ঐরূপ আলোচনা চেষ্টা সয়ত্ব বর্জন করা হল । ইতিহাসের প্রতি সকলের অনুরাগ ওউৎসাহ যেরূপ সত্যনিষ্ট ও প্রবল তাহাতে এই বর্জন ফলে কাহারও জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিংবা জিজ্ঞাসা অপূরণ হেতু সকলে গবীর অতৃপ্তি বোধ করবেন—এরূপ মনে করবার মত ধৃষ্টতা লেখক রাখেন না । যদি সত্য সেক্ষেত্রে অন্ততঃ একশত জন উৎসুক পাঠকের নিকট থেকে অনুরোধ এলে এবং নিয়মিত গ্রাহক হও য়ার প্রতিশ্রুতি পেক্ষে ঐ গ্রন্থখানিকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ভাবে প্রকাশ করবার উদ্যম নিতে লেখকের আপত্তি নিই । নতুবা,পাঠক নির্ভর শূন্য ভাবে প্রকাশ করবার মত সুযোগ সুবিধা যকন দেখা দেবে— সেই সয়েই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবে ।

এখানে আরও গুটিকতক কথা উচ্চারণ করা প্রয়োজন মনে করি । চার বৎসর পূর্ব্বের পূরাণ সস্কর্কিত গ্রন্থকানি মধ্যে পৌরাণিক ক্রমানুপঞ্জীর স্বরূপ লেখক যে সব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর কোন একটি সিদ্ধান্ত থেকেও পশ্চাৎ অপসরণ করবার সত কোরূপ তথ্য এখন পর্য্যন্তও লেকের দৃষ্টি পথে আসোনি । বরঞ্চ বিপরিতই ঘটেছে । এই কাল মধ্যে এমন বহু সব নূতন তথ্য দৃষ্টিপথে এসেছে যা আত সুনিশ্চিত ভাবে ঐ সব সিদ্ধান্তকে নির্ভুল রূপে প্রতিপন্ন করে । বর্ত্তমান গ্রন্থ-খানিতে উপস্থাপিত মূল বৌদ্ধ-স্মৃতি এবং হাতিগুম্স্কা শিলালিপি তথ্য থেকেও এই একই রায় পাওয়া যায় । সুতরাং পূর্ব্বে সেই গ্রন্থখানি মধ্যে যে কথা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করা গিয়েছে, এখানে পুরনরায় সেই কথাই আরও দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করব—

‘পুরাণ সস্কর্কিত ঐ গ্রন্থকানিকে ঐতিহাসিকগণ যতাদিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করবেন, ঐ গ্রন্থখানির অপরিসীম গুরূত্ব উপলস্কি করতে অক্ষম থাকবেন, ততদিন-পর্য্যন্ত তাদের নিকট থেকে আত্মগোপন করে থাকবে প্রাচীন ভাবতেই প্রকৃত ইতিহাস ও ক্রমানুপঞ্জী ।’

পঞ্চম অধ্যায়

'বিম্বিসার-খারবেল' তারিখপঞ্জী

ভারতীয় প্রাচীন অধ্যায়ের ঘটনাবলীর মন তারিখ নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে আমদের—ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজেণ্ডারের ভারত অভিযান উপলক্ষে পাঞ্জাব আগমন তারিখটি । ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বর্ক যুক্ত ঘটনাবলি মধ্যে এইটির হল একমাত্র ঘটনা যার তারিখ সম্বর্কে কোন সন্দেহ বা বসম্বাদ নিএ বলা চলে । এই ঘটনা তারিখ হল— খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ । এই তারিখটি যে নির্ভুল—ভারতীয় অব্দের সাহায্যে সমসাময়ীক কালে নির্ব্বিষ্ট এই ঘটনা-তারিখ সাথে প্রকাশিত তারিখটির ঐক্য থেকেও সে কথা সুন্দর ভাবে প্রমাণিত অধিপতি সেলুকাস নিকটর কর্ত্তৃক মৌর্য্য় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায় প্ররিত গ্রীকদূত মেগাস্থনীসের 'ভারত বিরবণ' *২১ থেকে জানা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রদত্ত গণনা অনুসারে আলেকজেণ্ডারের সময়কাল 'ভায়োনীস্‌ম' থেকে ৬৪৫১ বৎসর ও মাস পরবর্ত্তী । পর্যালোচনা সূত্রে জানা যায় যে বারতীয় পণ্ডিতগণ এই কাল নির্ব্বেশ করেছিলেন তৎকালীন বারতে প্রচলীত, বৈদিক যজ্ঞ প্রথার প্রচলনকারী ঋষিগণের সময়কালকে স্থির বিন্দু ধরে প্রবর্ত্তীত ও সপ্তর্ষি অব্দ নামে চিহ্নিত এক অব্দের সাহায্যে । মূল পুরাণ তথ্য পরশুরাম সংবৎ নামে আর একটি প্রাচীন অব্দ *২২ ও উত্তর বৈদিক সাহিত্য মধ্যে উপস্থিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা তারিকা সমূহের সাক্ষ্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ মেগাস্থেনীসের নিকট ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন কল্পে এই অব্দটির সূচনাবিন্দু মূল কালবিন্দু অপেক্ষা দুই চক্রকাল বা ৫৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে প্রকাশ করেছিলেন (গণনারীতি অনুসারে সপ্তর্ষি অব্দ ২৭০০ বর্ষীয় চক্র সংবৎ) ।

*২১ মেগাস্থেনিস রচিত মূল গ্রন্থের অস্থিত্ব বর্ত্তমানে নেই । ডায়োডারস্‌, আবিয়ান, প্লীনি, সলিনাস প্রমুখ পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁদের রচনা মধ্যে ঐ গ্রন্থ থেকে যেই সব উদ্ধৃত করে গিয়েছেন উহাই বর্ত্তমানে সেই গ্রন্থের পরিচয় বহন করে । এ সম্বর্কে শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত গুহ, অনুবাদিত মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ দেখুন ।

*২২ See — Book of Indian Eras-

Cunningham.

অতএব আলেকজেণ্ডারের পঞ্জব আগমন কাল এই অব্দটির মূল সূচনা হতে ১০৫১ বৎসর ৩ মাস পরবর্ত্তী এবং এই অব্দটির মূল সূচনা বিন্দু আলেকজেণ্ডারের পঞ্জাব আগমন কাল থেকে ১০৫১ বৎসর ৩ মাস পূর্ব্ববর্ত্তী । 'কলৌব্দ' রূপে সুপরিচিত অব্দটির ঘনিষ্ঠ সম্বর্ক্ক সূত্রে জানা য়ায় যে এই অব্দটির মূল সূচনা বিন্দু কলৌব্দের সূচনা বিন্দু (খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দ) অপেক্ষা ১৭২৪ বৎসর পরবর্ত্তী বা খৃঃ পূঃ ১৩৭৭ অব্দ । *২৩ সুতরাং এই অব্দ বিত্তিতে নির্ব্বিষ্ট তারিখ অনুসারেও আলোকজেণ্ডারের পাঞ্জাব আগমন কাল (খৃঃ পূঃ ১৩৭৭ অব্দ—১০৫১ বৎসর=) খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ ।

সমসাময়িক গ্রীক বিবরণাদি সূত্রে জানা যায় যে আলোকজেণ্ডার য়ে সময়ে ভারতে আসেন ঐ সময়ে মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন নন্দ বংশের শেষ অধিপতি, মহাপদ্ম নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র ঘননন্দ । চন্দ্রগুপ্ত ঐ সময়ে—সাধারণ বংশ সম্ভূত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ভাগ্যান্বেষণে ব্রতী এক অল্প বয়স্ক যুবক মাত্র । তিনি নাকি ঐ সময়ে আলেকজেণ্ডারের সাথেও সাক্ষৎ করেছিলেন । আলেকজেণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর অল্পকাল মধ্যেই তিনি

*২৩এ সম্বর্কে লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়' (পুরাণ তথ্য পর্যালোচনা)— এ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।

নন্দ বংশের পতন ঘটিয়ে মগধ রাজ্য অধিকারে সমর্থ হন এবং আলেকজেণ্ডারের সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধিনতা পাণ থেকে ভারতীয় অঞ্চল সমুহের উদ্ধার সাধন করেন । এতএব দেখা যায় চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যোদয় কাল বা মগধ সিংহাসন অধিকার কাল খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দের নিকট পরব্ত্তী সময় । (এক্ষেত্রে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা কালও নিশ্চত ভাবে খৃঃ পূঃ ৩২৬ + ৫৬ বৎসর = খৃঃ পূঃ ৪১২ অব্দের নিকট পরবর্ত্তী এবং বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ ও অশোকের অভিষেক কালও যথাক্রমে— (খৃঃ পূঃ ৪১২ + ১৪০ বৎসর = খৃঃ পূঃ ৫৫২ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৩২৬ + ৪৯ বৎসর = খৃঃ পূঃ ২৭৭ অব্দের নিকট পরিবর্ত্তী ঘটনা) ।

পুনরায় চন্দ্রগুপ্তের অধিকার প্রতিষ্ঠা কাল য়ে খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দের পরবর্ত্তী গ্রীক বিবরণাদি থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করাও কষ্টকর । তাঁদের বিবরণ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত যে

আলোকজেণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর অল্পকাল মধ্যেই নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—মাত্র তারই নয় । আলেকজেণ্ডারের বৃতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ সেলুকাস নিকাটর যেই সময়ে আপন ভাগ্য রচনায় নিয়েজিত ছিলেন—তখন, ঠিক ঐ একই সময় মধ্যে চন্দ্রগুপ্তও আপন ভাগ্যোদয় ঘটান । সেলুকাস নিকাটির সেলুকাডিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে । অতএব চন্দ্রগুপ্তও ঐ তারিখ মধ্যেই আপন কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হরেছিলেন । (সুতরাং দেখা যায়– বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৫৫২-–৫৩৮ অব্দ নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা কাল খৃঃ পূঃ ৪১২—৩৯৮ অব্দ অবং অশোকের অভিষেক কাল খৃঃ পূঃ ২৭৭—২৬৩ অব্দের মধ্যবর্ত্তী) ।

সমসাময়িক গ্রীক বিবরণাদি মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের সঠিক তারিখ নির্দ্ধারণ সহায়ক তথ্যের উপস্থিতে যে একেবারেই নেই—ঠিক তা নয় । মেগাস্থেনিসের 'ভারত বিবরণ' সূত্রে জানা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিগণের গণনানুসারে 'ডায়োনীস্‌স' থেকে চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল ব্যবধান ৬০৪২ বৎসর । যেই অব্দ মাধ্যমে ঐ কালনির্ব্বেশ করা হয়েছে সেটিও এক সপ্তর্ষি অব্দ । এই অব্দটিরও স্থিরবিন্দু—বৈদিক যজ্ঞ প্রথার সূচনা কাল তথা অঙ্গিরা, বৈবস্বত মনু প্রভৃতি যজ্ঞ প্রবর্ত্তক ঋষিগণের পর্য্যায়গাল । আলেকজেণ্ডারের সময় কাল নির্ব্বেশে ব্যবহৃত সপ্তর্ষি অব্দটির বেলায় যেমন ঐ অব্দটির সূচনা বিন্দু মূল কালবিন্দু অপেক্ষা দুই চক্রকাল বা ৫৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে মেগাস্থেনিসের নিকট ব্যক্ত করা হয়েছিল এই অব্দটির বেলায়ও ঠিক সেই রূপই করা হয়েছে । এই অব্দটির প্রকৃত সূচনাবিন্দু ও চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন মধ্যে পারস্পরিক কাল ব্যবধান মূলতঃ ৬৪২ বৎসর । *২৪ কিন্তু দুঃখের বিষয়

*২৪ এ সম্বর্কে লেখকের প্রথম গ্রন্থখানিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

আলেকজেণ্ডারের সময়কাল নির্ব্বেশে ব্যবহৃত সপ্তর্ষি অব্দটির সাথে অধুনা প্রচলিত অব্দদির সংযেগ স্থাপনা স্বাধীন সূত্রে সম্ভব হয়ে থাকলেও, আলোচ্য সপ্তর্ষি অব্দটির ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্তও ঐরূপ করে উঠা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি । সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের স্যকাল ও প্রাচীন কালানুপঞ্জী নিরূপণ ক্ষেত্রে এই অব্দ-তথ্যের সুযোগ গ্রহণ করবার মত অবস্থায় এখনও আমরা পৌঁছাই নি । তবে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহা সম্ভব হবে– এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ।

যাই হোক, চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন কাল সম্বন্ধে উপরে যে আলোক এ পর্য্যন্ত আমরা পেলাম তাঁর উপর নির্ভর করে সম্রাট অশোকের অভিষেক তারিখ সীমাবদ্ধ করা চলে খৃঃ পূঃ ২৭৭ অব্দ থেকে খৃঃ পূঃ২৬৩ অব্দের মধ্যে । অশোক কর্ত্তৃক প্রচারিত যেই সব শিলানুশাসনের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি অন্তিয়ক, তুলময়, অন্তেকিন, মক ও অলিকসুদর এই পাঁচ জন বিদেশীয় নরপতির সমসাময়িক ছিলেন এবং দূত প্রেরণ করে তাঁদের সাথে সখ্যতা পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনা করে ছিলেন । Norris, Westergard, lassen, Sen-art, Smith ও Marshall প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই পাঁচ জন নরপতিকে সানাক্ত করেছেন যথাক্রমে- –সিরিয়া অধিপতি Antiochos II Theos (খৃঃ পূঃ ২৬১ —২৪৬ অব্দ), মিশর অধিপতি Ptolemy-II, Philadelphos (খৃঃ পূঃ ২৮৮- –২৪৭ অব্দ), সিরিন অধিপতি Magas (যায় মৃত্যুকাল সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দের পরবর্ত্তী নয়), ম্যাসিডন অধিপতি Antigonos Gonatas (খৃঃ পূঃ ২৭৭ বা ২৭৬—২৩৯ অব্দ) এবং ইপিরাস অধিপতি Alexandar (খৃঃ পূঃ ২৭২— অঃ ২৫৫ অব্দ) রূপে । অশোক তাঁর দ্বাদশ অভিষিক্ত বর্ষের পূর্ব্বে কোন সিলানুশাসন প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায় না । সুতরাং ঐ পাঁচ জন নরপতির মধ্যে Magas এর মৃত্যু কাল যদি খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দের পরবর্ত্তী না হয় তবে অশোকের অভিষেক কালও (খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দ + ১১ বৎসর =) খৃঃ পূঃ ২৫৯ অব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নয় । লক্ষণীয়-অশোকের অভিষেক কাল সম্বন্ধে বৌদ্ধ-স্মৃতি থেকে যে দুইটি তারিখ লাভ করা যায় - খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ— তাঁর মধ্যে দ্বীতীয়টি এই তারিখের সাথে ঐক্যপূর্ণ । আবার চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল সম্বন্ধিত বর্হিরথ্যাদিও এই তারিখটির বিরুদ্ধ নয় । এই কারণে বৈদ্ধ-স্মৃতি ও এ যাবৎ বিবৃত অপরাপর রথ্য মহূহের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ খৃঃপূঃ ২৬৯ অব্দকেই অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ রূপে স্থির করেছেন । কিন্তু Magas এর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান । কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত অনুসারে এই কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দ হওয়াও সম্ভবপর । অবশ্য অশোকের শিলানুশাসন মধ্যে উল্লিখিত অলিকসুদর যদি ইপিরাস অধিপতি আলেকজেণ্ডার হন, তবে অশোককে খৃঃপূঃ ২৬১ অব্দের পূর্ব্বে বা খৃঃপূঃ ২৬৬ অব্দে স্তাপনা করা যায় । হতে পারে — Magas এর মৃত্যু তারিখ ঘিরে যেরূপ মতদ্বেধ বর্ত্তমান তাতে এই তারিখটির উপর আস্থাবান হওয়াও নিরাপদ

নয় । কিন্তু তা হলেও মনে রাখতে হবেযে এই তারিখটিও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে অশোকের অন্যতম অভিষেক তারিখ রূপে উপস্থিত । এ ছাড়া জৈন স্মৃতি থেকেও এখন পর্য্যন্ত আমরা খৃঃপূঃ ২৬৯ অব্দের সপক্ষে কোন সমর্থন পাই নি । যা সমর্থন পেয়েছি— তা সর্ক্কূর্ণ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দের সপক্ষে । সুতরাং যেই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকগণ অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে গ্রহণ করেছিন, সেই সব তথ্যাদি ঐ তারিখটিকে অবিসম্বাদিত বা নির্ভুল তারিখ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে না । এজন্য আরও অধিক সুনির্ক্কিষ্ট তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন ।

জৈন-স্মৃতি যে রূপ রায়ই দিক না কেন, বৌদ্ধ-স্মৃতি ধারাকে যদি আমরা ধীর ভাবে বিশ্লেষণ চোষ্টা করি তবে শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই স্থায়ী থাকতে হয় যে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দই অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ । খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটি জৈনদের নিজস্ব তারিখ নয় । এক ও দুই নং জৈন মতধারা মধ্যে প্রকটিত এই তারিখটি জৈনগণ ঐ দুই মতধারায় উপস্থিত 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব তথ্যের ন্যায় বৌদ্ধ-স্মৃতি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন । এছাড়া— এখন পর্য্যন্ত জৈন-স্মৃতি থেকে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দের সপক্ষ-ভুক্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও, ঐরূপ তথ্যের সন্দান প্রকৃতই এই স্মৃতি ধারা মধ্যে নেই—এরূপ সিদ্ধান্তে স্থায়ী হওয়া ভুল হবে । অশোক পৌত্র সম্প্রতির সময়কাল সম্পর্কে জৈনগণ যে তথ্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন— তাহা এই তারিখটিকে সুনির্ক্কিষ্ট ভাবে অশোকের প্রকৃত রাজ্যাভিষেক তারিখ রূপে প্রতিপন্ন করে ।

প্রথমে বৌদ্ধ-স্মৃতি ধারার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাক্ ।..... যদিও 'বুদ্ধ-অশোক কালের প্রকৃত ব্যবধান ২৭৫ বৎসর তাহলেও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে খৃঃ পূঃ ২৬ অব্দ ও খৃঃ পূঃ২৬৯ অব্দ—এই দুইটি তারিখকেই আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত পাই—'বুদ্ধ অশোক' ব্যবধান ২১৮ বৎসর এই ভ্রান্ত মতবাদের সাথে জড়িত ভাবে । 'বুদ্ধ-অশোক' কাল ২৭৫ বৎসর মধ্যে 'মহাপদ্ম-চন্দ্রগুপ্ত' কাল ৮৬ বৎসর । কিন্তু ২১৮ বৎসর মতবাদে এই কাল বলা হয়েছে মাত্র ২২ বৎসর অর্থাত প্রকৃত কাল অপেক্ষা ৬৪ বৎসর কম । এই ৬৪ বৎসরের বকৃতি এল কি ভাবে ? এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে—এই ৬৪ বৎসর মধ্যে ৪ বৎসর আত্মাসাৎ করেছে অশোকের রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান সম্বর্কিত ভ্রান্ত বৌদ্ধ মতবাদ এবং অপর ৬০ বৎসর আত্মাসাৎ করেছে ''বুদ্ধ-চন্দ্রগুপ্ত' ও 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্বকে বিম্বিসার-চন্দ্রগুপ্ত' ও বিম্বিসার-অশোক' দূরত্ব রূপে জনিত

বিভ্রান্ত । এই বিভ্রান্তির ফলে 'বিম্বিসার-বুদ্ধদেব' দূরত্ব রূপে যে ৬০ বৎসরের হরণ ঘটেছে তাহা বাদ দিলে 'বুদ্ধ-অশোক' দূরত্ব ২৭৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে পাই আমরা ২১৫ বৎসর (অপর চার বৎসর হিসাবে ধরা গেল না, কারণ উহা যেমন নন্দবংশ কাল থেকে হরণ হয়েছ, তেমন যুক্ত হয়েছে পুনরায় অশোকের 'রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক' ব্যবধান রূপে । সুতরাং 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব থেকে প্রকৃত পক্ষে ৬০ বৎসরই হরণ হয়েছে ।) অতএব দেখা যায়– ২১৮ বৎসর মতবাদে এই দুইটি বিভ্রান্তি ছাড়া আরও একটি বিভ্রান্তি ছাড়া আরও একটি বিভ্রান্তি স্থান পেয়েছে যার ফলে পুনরায় আবার তিন বৎসরের অধিক্য দেখা দিয়েছে এতে । এই বিভ্রান্তিটির প্রবেশ ঘটেছে দেখা য়ায় – অশোক-পিতা বিন্দুসারের রাজত্ব কাল পরিমাণ তথ্যে । বিন্দুসারের সঠিক রাজত্ব কাল যেখানে ২৫ বৎসর এই বৌদ্ধ মতবাদে সেখানে ব্যক্ত করা হয়েছে ২৮ বৎসর । আর এই তিন বৎসরের মতবিরোধ । এই অধিক্য বিভ্রন্তিই বৌদ্ধগণকে এই সমস্যা মুখে এগয়ে দিয়েছিল যে অশোকের রাজ্যাভিষেক কাল প্রচলিত কাল অপেক্ষা তিন বৎসর পরবর্ত্তী ? যদি এই সমস্যা তাঁদের দ্বীধা বিভক্ত করে না ফেলত তবে ২১৮ বৎসর ব্যবধান বাদ অনুসারে আমরা হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ পেতাম খৃঃ পূঃ ৪৮৭ এবং অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ, না হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ খৃঃ পূঃ অব্দ অবং অশোকের রাজ্যাভিষে তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ । কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে একপক্ষ অশোকের অভিষেক কাল তিন বৎসর পরবর্ত্তী এবং অপর পক্ষ বুদ্ধ-দেবের পরিনির্ব্বাণ কাল তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে নির্দ্দিষ্ট করায় বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে আমরা দুই প্রকার মত বাদেরই সন্ধান পেয়ো খাকি । অতএব এ ক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ তারিখটির উপর আস্থা স্থাপনা করবার মত কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না । তিন বৎসরের ঐ অধিক্য বিভ্রান্তি সংশোধন করে নিলে আশাকের প্রকৃত রাজ্যাভিষেক তারিখ পাওয়া যায়– খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ । আর 'অশোক-বুদ্ধ' ব্যবধান ২১৮–৩ বৎসর = ২১৫ বৎসর অনুযায়ী বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল – খৃঃপূঃ ৪৮৪ অব্দ) ।

বিন্দুসারের রাজত্বকাল পরিমাণ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি যে তিন বৎসরের অধিক্য সঞ্চার ঘটিয়েছে তাহ সংশোধন করে নিলে উপরোক্ত ২১৮ বৎসর মতবাদ থেকে বুদ্ধ-অশোক ব্যবধান রূপে পাই আমরা ২১৫ বৎসর । কিন্তু আমরা দেখেছি— এই ব্যবধানও সঠিক

নয় । 'বুদ্ধ-অশোক' কালেই এইরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে । নতুবা, প্রকৃত ব্যবধান ২১৫ + ৬০ বৎসর = ২৭৫ বৎসর । অতএব এ যদি সত্য হয় যে অশোকের অভিষেক তারিখ প্রকৃতই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ ও উক্ত ৬০ বৎসরের বিভ্রম অনুযায়ী বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ কাল খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ, তবে সঠিক 'অশোক-বুদ্ধ' ব্যবধান ২৭৫ বৎসর বা ২১৫ + ৬০ বৎসর অনুসারে বুদ্ধদেবের সঠিক পরিনির্ব্বাণ তারিখ নিশ্চয়ই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ + ২৭৫ বৎসর বা খৃঃ পূঃ৪৮৪ অব্দ + ৬০ বৎসর = খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ । লক্ষ্যণীয়— এই খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ তারিখটিও বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে বুদ্ধদেবের অন্যতম পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে উপস্থিত রয়েছি । বৌদ্ধগণ মধ্যবর্ত্তী কালে খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দ ও খৃঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দকে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ রূপে প্রচার করে থাকলেও, শেষ পর্য্যায়ে ঐ তারিখটিতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন । এই তথ্য সঙ্গতিত্ত প্রমাণ করে যে অশোকের অভিষেক তারিখ সম্বর্কে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে স্থায়ী হই নি । এই প্রমঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ যদি অশোকের প্রকৃত অভিষেক তারিখ হয়, তবে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ তারিখ হবে খৃঃ পূঃ ৫৪১ অব্দ । কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বর্কে এইরূপ কোন তারিখের সন্ধান আমাদের দৃষ্টিপথে আসে না ।)

জৈন সাক্ষ্য থেকে আমরা সংকেত পাই যে সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে বৌদ্ধগণ যখন খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দকে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ অব্দ রূপে গ্রহণ করেন তখন তাঁরা বুদ্ধ-অশোক' ব্যবধান গ্রহণ করেছিলেন ২১৮ + ৬০ বৎসর ২৭৮ বৎসর এবং অশোকের অভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ *২৫ অর্থাৎ ঐ সময়ে তাঁরা দুই ও তিন নং বিভ্রান্তির সংশোধন না করে, শুধুমাত্র এক নং বিভ্রান্তির সংশোধন করেছিলেন । আমরা দেখেছি তিন নং বিভ্রান্তিটিকে ঠিক বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্তন । এই বিভ্রান্তিতে অশোকের রাজ্যলাভ-রাজ্যাভিষেক মধ্যে চার বৎসরের ব্যবধান আছে বলে ঘোষণা করা ছিলেও, অশোক-লিপি তত্য ও বৌদ্ধ-স্মৃতির মধ্যে তুলনা বিচার থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে বৌদ্ধগণ অশোকের অভিষেক বর্ষকে শুধু মাত্র রাজ্যল্ভ বর্ষরূপে চিত্রিত করেই ক্ষান্ত থাকেই তাঁর 'অভিষেক পরবর্ত্তী জীবনপঞ্জী' গণনা রূপে অসেছেন । *২৬ এ থেকে বলা যেতে পারে যে হয় তারা তিন নং বিভ্রান্তিটিকে জেনে শুনে প্রকাশ দিয়েছিলেন, নয় তো কোন বিশেষ উক্কেশ্য নিয়েই

*২৫ এই গ্রন্থের ১১-১৪ পৃষ্ঠা দেখুন ।

*২৬ এই গ্রন্থের ১২-২৩ পৃষ্ঠা দেখুন ।

এইরূপ তথ্য বিভ্রান্তি বা বিকৃতি ঘটিয়ে ছিলেন । যাই হোক যখন আমরা প্রমাণ পাই যে বৌদ্ধগণ নির্ব্বিষ্ট রাজ্যলাভ বর্ষই অশোকের প্রকৃত অভিষেক বর্ষ তথন আলোচ্য বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বুদ্ধ-অশোক ব্যবধান ২৭৮ বৎসর নয়, ২৭৮–৮ বৎসর = ২৭৪ বৎসর এবং অশোকের অভিষেক তারিখ এই কারণে খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ নয়, খৃঃপূঃ২৭০ অব্দ । 'বুদ্ধ-অশোক' কালের এই যে ব্যবধান এখানে পেলাম তা থেকে যদি 'বুদ্ধ-মহাপদ্ম' ব্যবধান বিয়োগ দিই তবে 'মহাপদ্ম-অশোক' অন্তরকাল পাই আমরা (২৭৪ বৎসর —১৪০ বৎসর =) ১৩৪ বৎসর । কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা জৈনেছি—পুরাণ, জৈনস্মৃতি এবং হাতিগুম্স্কা শিলালিপি এইরূপ ব্যবধান কতা অস্বীকার করে । এই তিন অনুসারেই এই কাল ১৩৫ বৎসর । আবার বৌদ্ধ স্মৃতিও যে এই ১৩৫ বৎসর ব্যবধানকে সমর্থন করে থাকে তা আমরা দেখেছি । অতএব আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য যে 'মহাপদ্ম–অশোক' ব্যবধান ১৩৪ বৎসর নয়, ২৭৫ বৎসর । এবং এই কারণে অসোকের অভিষেক তারিখও খৃঃ পূঃ ২৭০ অব্দ নয়, খৃঃ পূ ২৬৯ অব্দ । ..... সুতরাং অখানেও অশোকের অভিষেক কাল রূপে সেই একই তারিখ পুনরায় পাই আমরা ।

উপরে আমরা দেখলাম যে সর্ব্বশেষ বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব রূপেলয়ে কাল পাওয়া যায় উহা প্রকৃত কাল (১৩৫ বৎসর) অপেক্ষা এক বৎসর কম । এই এক বৎসরের ঘটতি যে বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী-কার কগণের অজানা ভাবে ঘটেছে এ কথা স্বীকার করে নিওয় কষ্টকর । কেন না, আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধগম যেমন 'মহাপদ্ম-অশোক' দূরত্ব এক বৎসর কম ঘরেছে, তেমন তাঁর পরিবর্ত্ত রূপে অশোকের রাজত্ব কাল পরিমাণ ধার্য্য করেছে প্রকৃত কাল অপেক্ষা এক বৎসর বেশী । পুরাণ থেকে অশোকের রাজত্ব কাল পরিমাণ যেখানে ৩৬ বৎসর পাই, সেখানে সিংহলীয় বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী থেকে পাই ৩৭ বৎসর । অর্থাৎ পুরাণ অনুসারে 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজত্বাবসান' কাল যেখানে ১৩৫+ ৩৬ বৎসর= ১৭১ বৎসর; আলোচ্য বৌদ্ধ স্মৃতি অনুসারে সেখানে ১৩৪ + ৩৭ বৎসর = ১৭৯ বৎসর । পুরাণ এবং বৌদ্ধস্মৃতি উভয় অনুসারেই যখন 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজত্বাবসান' কাল দেখা যায়

১৭১ বৎসর এবং 'মহাপদ্ম-অশোকের রাজ্যাভিষেক' কালের ঐতিহাসিক ব্যবধান ১৩৫ বৎসর—তখন অশোকের রাজ্য-শাসন কাল অবশ্যই পুরাণ তথ্যানুরূপ (১৭১ বৎসর – – ১৩৫ বৎসর =) ৩৬ বৎসর ।..... আলোচ্য বৌদ্ধ-স্মৃতি তথ্যানুসারে অশোকের রাজত্বাবসান কাল স্থির হয় (খৃঃ পুঃ ১৭০ অব্দ—৩৭ বৎসর=) খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দ । অতএব অশোকের রাজ্য শাসন কাল ৩৬ বৎসর অনুসারেও পুরনায় অসোকের অভিষেক তারিখ স্থির হয়ে থাকে সেই খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ ।

এবার জৈন স্মৃতিতে আসা যাক্ ।

বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় স্মৃতি অনুসারেই অশোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী উতরাধিকারী হলেন অশোক পৌত্র সম্প্রতি । বৌদ্ধ-স্মৃতি মধ্যে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখ বেষয়ে কোনও স্থির নির্ব্দেশের সন্দান না পাওয়া গেলেও, জৈনস্মৃতি মধ্যে কিন্তু এই রূপ পাওয়া যায় । তাঁরা জানিয়ে থাকেন যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ থেকে ২৩৫ বৎসর পর সম্প্রতি মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । *২৭ যদি আমরা মেনে নিই যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল বিক্রমার্কে ভিত্তি করেই এইরূপ কাল নির্ব্দেশ করা হয়েছে তবে এই নির্ব্দেশ থেকে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখ তথা অশোকের রাজত্বাবসান তারিখ সিদ্ধান্ত করা চলে বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ১৩৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দ । এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ কাল সম্বর্কে যতগুলির মতবাদ প্রচলিত আচে তন্মধ্যে একমাত্র উল্লিকিত তারিখটিই নিম্নতম । অতএব জৈন-সাক্ষ্য অনুসারে সম্প্রতির সিংহাসনারোহণ কাল কোন ক্রমেই ঐ কিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ১৭৫ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর

*২৭ See - Ind. Ant. Vol-XI. Page-245-16

নয় । এ ক্ষেত্রে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখও খৃঃপূঃ ২৬৬ অব্দ হওয়া সম্ভব নয়, এই তারিখ নিম্নতম ভাবে খৃঃপূঃ ২৬৯ অব্দ ।

আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি যে মহাবীরের পরিনির্ব্বাণ তারিখ বিক্রমাব্দ পূর্ব্ব ৪১০ সংবৎসর বা খৃঃ পূঃ ৪৭০ অব্দ মতবাদ ভিত্তিক রূপে জৈনস্মৃতি মধ্যে উপস্থিত । এ ক্ষেত্রে সম্প্রতির সিংহাসনারোবণ তারিখের উপর আস্থ স্থাপনা দ্বারা অশোকের

রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ রূপে সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত নয় । এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে—

(১) জৈনগণ যেই মতবাদটির সাহায্যে অসোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ রূপে ইঙ্গিত করেছেন ঐ মতবাদটি ''সব কিছি সত্ত্বেও' এক নং বৌদ্ধ-স্মৃতির অনুসরণ থেকে প্রবর্ত্তিত । এ ক্ষেত্রে ঐ মতবাদ মধ্যে উপস্থিত 'মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত' দূরত্ব কথ্যের ন্যায় অশোকের ঐ অভিষেক তারিখটিও যে তাঁরা বৌদ্ধ-স্মৃতি থেকেই গ্রহণ করেন নি—এরূপ কথা জোর দিয়ে বলা চলে কি ? বরঞ্চ বৌদ্ধ-স্মৃতি পর্যালোচনা থেকে যখন ঐ তারিখটির পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দ তারিখটিকেই নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিভাত হয় এবং জৈনস্মৃতি মধ্যেও ঐ তারিখটিকে যখন প্রতিদ্বন্দী শূন্য রূপে পাওয়া যায় না সস্ক্রতির তারিখটি ঐ তারিখটির পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দকেই সমর্থন করে তখন একমাত্র বৌদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে ঐ তারিখটি জৈনগণ বৌদ্ধগণের নিকট থেকেই ধার করেছিলেন এবং ঐ তারিখটি অশোকের সঠিক রাজ্যাভিষেক তারিখ নয় ।

(২) অশোক সস্কর্কিত জৈন তারিখটি (খৃঃপূঃ ২৬৬ অব্দ) বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ থেকে নির্স্কিষ্ট—এইরূপ সন্দেহ বা সিদ্ধান্ত করা সস্কব হলেও, সস্ক্রতির তারিখটি যেরূপ ভাবে উপস্থিত তাতে ঐ তারিখটি সস্কর্কে ঐরূপ সন্দেহ বা সিদ্ধান্ত করা আদৌ চলে না । কিন্তু তবুও যদি এমন হয় যে জৈনগণ সস্ক্রতির তারিখটি বৌদ্ধস্মৃতি থেকে ধার করেছিলেন, তাহলেও এই তারিখটিকে নাকচ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না । কেননা, আমরা দেখেছি যে অশোকের রাজ্যাভিষেক তারিখ খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ এই বৌদ্ধ মতবাদকে অনুসরণ করেও তাঁর রাজ্যবসান কাল পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দ । ইতি পূর্ব্বে সিংহলীয় বৌদ্ধ ক্রমানুপঞ্জী পর্যালোচনা কালেই সে আলোক আমরা পেয়েছি । এই তথ্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে অশোকের রাজ্যাবসান কাল কোন ক্রমেই খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দের পরবর্ত্তী নয়, সুতরাং অশোকের রাজ্যাভিষেক কালও খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ হওয়া আদৌ সস্কব নয় ।ে অতএব সস্ক্রতি সস্কর্কিত জৈন তারিখটি ধার করাই হোক কিংবা মৌলিকই হোক, প্রচীনই হোক কিংবা পরবর্ত্তীকালীনই হোক, অশোকের সময়কাল নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রে ভ্রাটি যথেষ্ট মূল্যবান ও নির্ভর স্থাপনা যোগ্য ।

(৩) সক্রতি সঙ্কর্কিত জৈন তারিখটি যদিও বর্ত্তমানে এরু বিভ্রান্তি পূর্ণ মতবাদ সাহায্যে নির্ক্কিষ্ট রূপে পাওয়া যায়, তাহলেও এ থেকে এরূপ মনে করবার কোন করাণ নেই য়ে ঐ জৈন তারিখটি অশোক সঙ্কর্কিত জৈন তারিখটির (খৃঃ পূঃ ২৬৬ অব্দ) পরবর্ত্তী বা মূল জৈন মতবাদ নয় । ঐ তারিখটি বর্ত্তমানে যেই রূপ নিয়ে উপস্থিত তা থেকে এই ধারণাই জন্মে যে সক্রতি-পূর্ব্ব কোন বিন্দু থেকে নিম্নাভুমুখী গণিত কোন দূরত্ব তথ্যকে অবলম্বন করে জৈনগণ ঐ তারিখটিতে পোঁছান নি । চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ থেকে অশোকের রাজ্যাবসনা কাল ৪৯ বৎসর ৩৬ + বৎসর = ৮৫ বৎসর । সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে সক্রতির তারিখ পাওয়া যেত নিম্নতম ভাবে (মহাবীর-চন্দ্রগুপ্ত কালের নিম্নতম ব্যবধান যদি ১৫৫ বৎসর + ৮৫ বৎসর =) ১৪০ মহাবীরাব্দ । আবার যদি অন্ধ ভাবে বৌদ্ধ স্মৃতির নিকট থেকে ধার করা হত তবে ১৫৫+ ৫৬ + ৩৭ বৎসর = ২৪৮ মহাবীরাব্দ কিংবা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৭ বৎসর = ২৪১ মহাবীরীব্দ । আর যেরূপ ভাবে জৈনগণ বৌদ্ধ স্মৃতির অনুসরণ করেছেন সেই অনুযায়ী –১৫৫+ ৪৯ + ৩৭ বৎসর = ২৪১ মহাবীরাব্দ বা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৬ বৎসর = ২৪০ মহাবীরাব্দ বা ১৫৫ + ৪৯ + ৩৩ বৎসর = ২৩৭ মহাবীরাব্দ । অতএব দেখা যায় উপরদিক থেকে গণনা মহায্যে কিংবা তথাকথিত বৌদ্ধস্মৃতির অনুসরণ থেকে জৈনগণ সক্রতির তারিখে উপস্থিত হন নি । আবার, যদি নির্ক্কিষ্ট করতেন সেক্ষেত্রে আমরা সক্রতির তারিখ সক্কূর্ণ ভিন্নরূপ পেতাম । এমন কি,র হয়ত সমগ্র জৈন ক্রমানুপঞ্জীই সেক্ষেত্রে ভিন্নরূপ ধারণ করত । সুতরাং বলা যেতে পারে যে জৈনগণ সক্রতি থেকে গণিত কিংবা নিম্নদিক থেকে উর্দ্ধাভিমুখী গণিত কোন দূরত্ব তথ্যকে ভিত্তি করে সক্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখে উপনীত হয়েছিলেন, এবং কোনরূপ যাচাই বিচার ব্যতীত সক্কূর্ণ নীরিহ ভাবেই তাকে তৎকালে প্রচলীত পরিনির্ব্বাণ তারিখ সংক্রন্ত মতবাদের সাহায্যে মহাবীরাব্দে রূপান্তরিত করে স্মৃতি মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে বিশে, ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে সক্রতি একটি অব্দের প্রবর্ত্তন করেছিলেন বলে জৈনগম আমাদের সংবাদ দিয়ে থাকেন । *২৮ অশোক যেরূপ

*২৮ সক্রতি কর্ত্তৃক পতবর্ত্তিত এই অব্দটি অসোককে স্থির বিন্দু ধরে গণিত 'মৌর্য্যকাল' হওয়াও সম্ভব ।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পৃষ্টপোষকতা করেছেন, সক্রতি সেইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন

জৈন ধর্ম্মের । সুতরাং সঙ্ক্রতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত তদটি যে জৈনগণের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল—এমন আশা করা একেবারে অন্যায় নয় । সুতরাং এই সূত্র ধরেই জৈনগণ সঙ্ক্রতির সিংহাসনারোহণ তারিখে উপনীত হয়েছিলেন—এমন হওয়াও একেবারে অসঙ্কব নয় ।